প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১২ ❖ ২৭ মার্চ - ২ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তপস্যাকাল : মন পরিবর্তনের আহ্বান

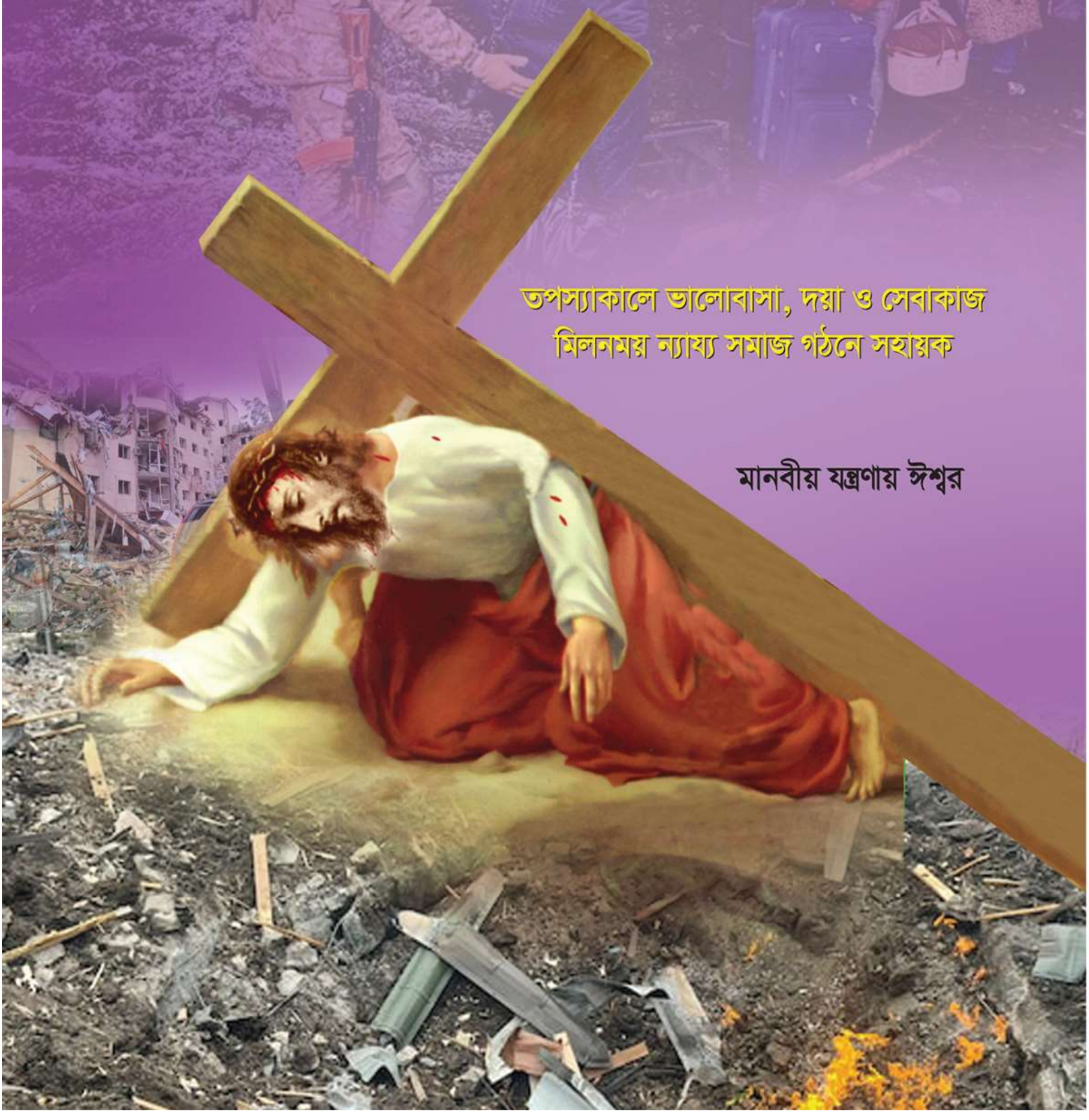

তপস্যাকালে ভালোবাসা, দয়া ও সেবাকাজ মিলনময় ন্যায্য সমাজ গঠনে সহায়ক

মানবীয় যন্ত্রণায় ঈশ্বর

সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাই স্কুল এর নব নির্মিত ৪র্থ তলা একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

গত ১৪ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বালুবাড়ী সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাই স্কুল এর নব নির্মিত একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব ইকবালুর রহিম, এমপি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি, পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, ডিডি ধর্মপাল, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, সিস্টার বীণা এস. রোজারিও, সিআইসি সুপেরিওর জেনারেল, শান্তি রাণী সংঘ ও প্রধান শিক্ষক সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাই স্কুল বালুবাড়ী। এ ছাড়াও সম্মানিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

প্রথমেই ছাত্রীদের উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্য দিয়ে নব নির্মিত ভবনের দিকে অতিথিগণকে এগিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ফিতা কেটে ফলক উন্মোচন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি, এমপি। পরে অতিথিগণকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, ডিডি। তিনি বলেন, এই দিনটি দিনাজপুর কাথলিক মণ্ডলীর জন্য ঐতিহাসিক ও আশীর্বাদের বিশেষ দিন। কারণ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব ইকবালুর রহিম, এমপি এর মধ্য দিয়ে সেন্ট জেভিয়ার হাই স্কুলের নব নির্মিত ভবন বর্তমান সরকারের কাছ থেকে কাথলিক মণ্ডলী দান পেয়েছে। তিনি আরো বলেন- মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাথলিক ধর্ম ব্রতধারী/ব্রতধারিনীগণ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন। একই সাথে বলেন, এখনও অনেক মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যা পাঠদানের অনুমতি পায়নি, সে সব প্রতিষ্ঠানের পাঠদানে অনুমতি প্রদানে সরকারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করে মুগ্ধ হয়ে বলেন "সত্যি সুন্দর একাডেমিক ভবন, চমৎকার শিক্ষা পরিবেশ।" তিনি বলেন-শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের ব্যস্ততার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। তবে এখানে এসে দেখে বলছি- "যারা যোগ্য তারা একাডেমিক স্বীকৃতি পেয়েছে।" এরপর প্রতিষ্ঠানটির এগিয়ে যাবার শুভ কামনা করেন। তারপর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ মহোদয় (নির্মল শিশু বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র) বক্তব্যের শুরুতেই বলেন আমার শৈশব ও কৈশোরে উচ্ছাস ভরা আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "নির্মল শিশু বিদ্যালয়" আজকের "সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাই স্কুল"। তিনি বলেন-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করে আমাদের অনুপ্রানিত, উৎজ্জীবিত ও ধন্য করেছেন। শুধু সেন্ট জেভিয়ার পরিবার নয়, গোটা দিনাজপুরবাসীকে কৃতজ্ঞতাবোধে আবদ্ধ করেছেন। তিনি শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবকদের আহ্বান জানান বর্তমান সরকারের সাথে একাত্ব হয়ে বিশ্বমানের ছাত্র/ছাত্রী গঠন করে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারকে সহায়তা করতে।

১৪ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বালুবাড়ী সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার হাই স্কুল এর নব নির্মিত একাডেমিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি, এমপি

এরপর মহতী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি, এমপি বক্তব্যের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন- আমিও ঢাকা মিশনারী হলি ক্রস হাই স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী ছিলাম, আমার অভিজ্ঞতা আছে সেখানে যারা পাঠ দান করেন, বিশেষভাবে সিস্টার ও ব্রাদারগণ তারা শিক্ষকতাকে ধর্মীয় জীবনের ব্রত হিসেবে দেশ গড়ার Dedicated কাজ করেন। ছাত্র/ছাত্রীদের কেবল ভাল ফলাফল নয়, সত্যিকারের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলীকে আহ্বান করেন নতুন যে শিক্ষাকার্যক্রম তা বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষার অতিরিক্ত চাপ থেকে মুক্ত করে পড়াশুনাকে আনন্দমুখর করে তুলেন। ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিও আহ্বান জানান-তারা যেন অভিজ্ঞতা করে সমাজের সকলকে নিয়ে শিখে এবং অর্জিত শিক্ষা সমাজের কাজে প্রয়োগ করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে আমরা সকলে মিলে সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারি।

অতঃপর নিমন্ত্রিত অভিভাবকবৃন্দ ও সকল ছাত্র/ ছাত্রী নতুন একাডেমিক ভবন পরিদর্শনের পর মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

শান্তি রাণী সংঘের ৭০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

গত ১৯ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ মণ্ডলীতে মহান সাধু যোসেফ এর পর্ব এবং শান্তি রাণী সংঘের ৭০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। এ মাহেন্দ্রক্ষণের পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, ডিডি এবং অন্যান্য যাজকবৃন্দ। সাধু যোসেফ এর পর্ব ও শান্তি রাণী সংঘের ৭০বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশপ মহোদয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ বাণীতে সাধু যোসেফের আদর্শ তুলে ধরেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে শান্তি রাণী সিস্টারদের সুদীর্ঘ ৭০ বছর সেবাদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, শান্তিরাণী সংঘ মণ্ডলীর জন্য বড় আশীর্বাদ। সংঘের সিস্টারদের আহ্বান জানান প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্ন ক্যারিজমকে সামনে রেখে বর্তমান যুগলক্ষণ অনুসারে সর্বজাতির কাছে মঙ্গলবাণী প্রচারে আরও উদ্যোগী হওয়ার জন্য। ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংঘ পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয় তার মধ্যে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান, নির্জন-ধ্যান, উপবাস, ত্যাগ-স্বীকার ও দয়াকাজ। যাদের মহান আত্মত্যাগের ফলে আজকের এ শান্তি রাণী সংঘ তাদের সকলকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। সংঘের সুপেরিওর জেনারেল সিস্টার বীণা এস. রোজারিও সিআইসি শুভেচ্ছা ধন্যবাদ বক্তব্যে উল্লেখ করেন সংঘের ৭০তম ঐতিহ্যের ইতিহাসে খ্রিস্ট বাণী প্রচার ও সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সংঘ আজ ঐশ করুণায় প্লাবিত। সংঘের স্থাপন কর্তা স্বপ্নদ্রষ্টা সংঘকে নিয়ে হৃদয়ে যে স্বপ্ন লালন করে সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আজ ফুলে-ফলে সমৃদ্ধশালী হয়ে মণ্ডলীতে অনেকের জীবন আলোকিত করছে। সর্বোপরি সকল অনুগ্রহের জন্য মঙ্গলময় পিতা ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

- সিস্টার যোসপিন সরেন, সিআইসি

বিজ্ঞ/৭৩/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১২
২৭ মার্চ - ২ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৩ - ১৯ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

ক্রুশ আমাদের জীবনেরই অংশ

খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ তপস্যাকালে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় পবিত্র উপাসনায় ও বিভিন্ন ধর্মীয় লোক-ভক্তিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজের মতোই গুরুত্ব দিয়ে তারা সেসকল সম্পন্ন করেন। এ সময়ে অন্যতম ধর্মীয় ক্রিয়া ক্রুশের পথ; যার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যিশুর জীবনের কষ্টের ও বেদনার কথা স্মরণ করে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট বহন করার শক্তি পান। যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের ক্রুশের পথ পাড়ি দেবার যাত্রা করি। ক্রুশ দুঃখ-কষ্ট বেদনা প্রকাশ করলেও যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তা পরিত্রাণদায়ী অর্থ নিয়ে এসেছে। ক্রুশ কখনোই মানব জাতিকে পরিত্রাণ দিতে পারতো না যদি না এই ক্রুশে প্রভু যিশু মৃত্যুবরণ না করতেন। যিশুর সময়ে ইহুদী ও গ্রীক সমাজে ক্রুশীয়মৃত্যু ছিল মূর্খতার শামিল যা কিনা ছিল ঘৃণা, লজ্জা ও অপমানের বিষয়। কিন্তু যিশু মানুষকে এতটাই ভালবেসেছেন যে, মানুষের মুক্তির জন্য লজ্জাস্কর ও ঘৃণ্য ক্রুশীয় মৃত্যুকেই সাদরে বরণ করলেন। নিজে কোন দোষ-অপরাধ না করেও শুধু মানুষের মঙ্গলের জন্য চরম অপমানজনক ও কষ্টকর ক্রুশ মৃত্যুকে মেনে নিলেন। যিশুর ক্রুশ বহন মানুষের দুঃখ-কষ্টের সাথে একাত্ম হয়ে পাপী মানুষকে পরিত্রাণ দিবে।

আমাদের জীবনে ক্রুশের দু'টো দিক আমরা দেখতে পারি। প্রথমত দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার দিক এবং দ্বিতীয়ত মঙ্গলের দিক। যিশু নিজেই তাঁর অনুগামীদেরকে তাদের নিজেদের ক্রুশ বয়ে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেছেন। তাই আমরা আমাদের জীবনে ক্রুশকে কখনো অস্বীকার করতে পারিনা। ক্রুশের আকার বা ধরনে ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু ক্রুশের মুখোমুখি হতেই হবে। যে ক্রুশগুলো কখনো কখনো আমরা নিজেরা নিজেদের জন্য সৃষ্টি করি; কখনো বা অন্যের জন্যও সৃষ্টি করি। ঠিক একইভাবে অন্যেরাও আমার জন্য ক্রুশ ও ক্রুশের পথ সৃষ্টি করতে পারে। ক্রুশের পথ মাড়িয়ে আমরা যিশু ও ভাই মানুষের সাথে একাত্ম হবার সুযোগ পাই। ক্রুশ ঈশ্বরের সাথে মর্তের মানুষের পুনর্মিলন গড়ে তুলেছে। তাইতো ক্রুশ হলো মিলন-বন্ধন যা ঈশ্বরের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে মানুষকে মিলিত করে। আর তা প্রতিদিনই করে যখন আমরা তা গ্রহণ করি এগিয়ে চলি অন্যের কল্যাণের জন্যে।

আমাদের ব্যক্তি থেকে বৈশ্বিক জীবনে প্রতিনিয়ত ক্রুশ মোকাবেলা করতে হয়। ব্যক্তি জীবনে অসুস্থতা, রোগ-শোক, সম্পর্কহীনতা, হতাশা-নিরাশা, পারিবারিক ভাঙ্গন ইত্যাদি আমাদেরকে ক্রুশীয় অভিজ্ঞতা দান করে। কিন্তু এই কষ্টকর সময়গুলোতেই আমরা একজন আরেকজনের পাশাপাশি থেকে ক্রুশের সুফল ভক্তি জীবনে অনুভব করতে পারি। বর্তমানে বৈশ্বিক ক্রুশ হলো করোনা মহামারি এবং বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধ। এগুলোকেও আমরা মোকাবেলা করছি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতায়। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে আমি আমার ক্রুশ প্রতিদিন বহন করবো এবং আমি যেন অন্য কারোর ক্রুশের কারণ না হই।

আমাদের জীবনে ক্রুশকে গ্রহণ ও বহন করে আমরা যেন আমাদের জীবনের মন্দতাগুলোর সমাপ্তি ঘটাই। এর জন্য প্রয়োজন একটি সৎ ইচ্ছা। ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করে নিজ ক্রুশ বহনের তাৎপর্য উপলব্ধি করি । অনুতপ্ত হৃদয়ে আমাদের পাপময় স্বভাবের অবসান ঘটাই এবং যিশুর পুনরুত্থানের আলোতে আমাদের জীবনকে নবায়িত করি॥ †

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমার এই ছেলে মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন পাওয়া গেছে। তাই তারা ফুর্তি করতে লাগল। **(লুক: ১৫:২৪)**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

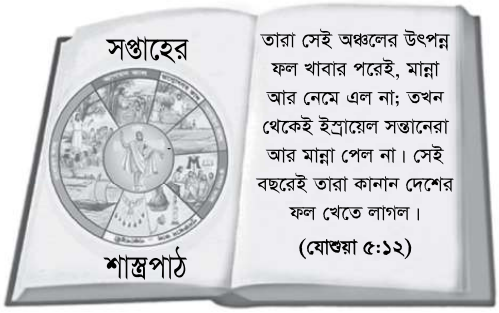

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

২৭ মার্চ - ২ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২৭ মার্চ, রবিবার

যোশুয়া ৫: ৯-১২, সাম ৩৪: ১-৬, ২ করি ৫: ১৭-২১, লুক ১৫: ১-৩, ১১-৩২

অথবা ১ সামু ১৬: ১খ, ৬-৭, ১০-১৩ক, সাম ২৩: ১-৬, এফে ৫: ৮-১৪, যোহন ৯: ১-৪১ (সংক্ষিপ্ত ৯: ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮)

কারিতাস রবিবার - দান সংগ্রহ

২৮ মার্চ, সোমবার

ইসা ৬৫: ১৭-২১, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১০-১১ক, ১২খ, যোহন ৪: ৪৩-৫৪ অথবা মিখা ৭: ৭-৯, সাম ২৬: ১, ৭-৮ক, ৮খ-৯কখগ, ১৩-১৪, যোহন ৯: ১-৪১

২৯ মার্চ, মঙ্গলবার

এজিকেল ৪৭: ১-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৯, যোহন ৫: ১-১৬

৩০ মার্চ, বুধবার

ইসা ৪৯: ৮-১৫, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১৩গঘ-১৪, ১৭-১৮, যোহন ৫: ১৭-৩০

৩১ মার্চ, বৃহস্পতিবার

যাত্রা ৩২: ৭-১৪, সাম ১০৬: ১৯-২৩, যোহন ৫: ৩১-৪৭

১ এপ্রিল, শুক্রবার

প্রজ্ঞা ২: ১ক, ১২-২২, সাম ৩৪: ১৬-২১, ২৩, যোহন ৭: ১-২, ১০, ২৫-৩০

২ এপ্রিল, শনিবার

জেরে ১১: ১৮-২০, সাম ৭: ২-৩, ৮খগ-১১, যোহন ৭: ৪০-৫৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ মার্চ, সোমবার

+ ২০০৫ সিস্টার এম. মিডা মূলভে আরএনডিএম (ঢাকা)

২৯ মার্চ, মঙ্গলবার

+ ১৯৯৩ সিস্টার আঞ্জেলা সিম্মাহ আরএসডিএ (চট্রগ্রাম)

৩০ মার্চ, বুধবার

+ ১৯৬০ ফাদার রেমন্ড কেমেন্ট সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার যাকোব এসেলবোর্ণ এমএম
+ ২০১০ সিস্টার এম. জিতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২ এপ্রিল, শনিবার

+ ১৯৮০ ব্রাদার জি ক্যাম্পানিওলো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফাদার জর্জ ল্যাপর‍্যাড সিএসসি

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

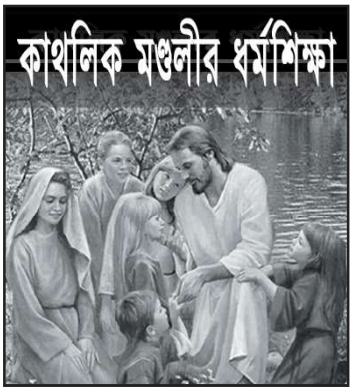

১৩৬৯: খ্রীষ্টের আত্মনিবেদন ও অনুনয়ের সঙ্গে সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলী একাত্ম। পোপ যেহেতু খ্রীষ্টমণ্ডলীতে পিতরের সেবাকর্মের ভূমিকায় নিয়োজিত, প্রতিটি খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠানে বিশ্বজনীন খ্রীষ্টমণ্ডলীর একতার চিহ্ন ও সেবকরূপে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়। স্থানীয় বিশপ খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠানের জন্য সর্বদাই দায়ভার-প্রাপ্ত, যদিও একজন যাজক অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন; বিশপের নাম উল্লেখ করা হয় কেননা নির্দিষ্ট মণ্ডলীর উপর, তার যাজকবর্গের মধ্যে ও ডিকনদের সহায়তায় তার সভাপতিত্বের অর্থ ব্যক্ত করে। বিশ্বাসীবর্গের সমাজ সকল সেবাকর্মীর জন্য অনুনয় করে, যারা বিশ্বাসীদের জন্য এবং তাদের সঙ্গে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় বলিদান অর্পণ করে। শুধুমাত্র সেই খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠান বৈধ বলে গণ্য করা হোক যে অনুষ্ঠান বিশপ বা তার দ্বারা ন্যস্ত ব্যক্তির পৌরহিত্যে সম্পাদিত।

১৩৭০: শুধুমাত্র ও জগতের খ্রীষ্টভক্তগণই নয়, বরং যারা ইতোমধ্যেই স্বর্গের গৌরবের অধিকারী হয়েছেন তারাও খ্রীষ্টের আত্মবলিদানের সঙ্গে একীভূত। ধন্যা কুমারী মারীয়া ও সকল সাধু-সাধ্বীর মিলন-সংযোগে ও তাদের স্মরণে খ্রীষ্টমণ্ডলী খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞ নিবেদন করে। খ্রীষ্টপ্রসাদে খ্রীষ্টমণ্ডলী যেন মারীয়ার সঙ্গে ক্রুশের তলায় অবস্থান ক'রে খ্রীষ্টের আত্মবলিদান ও তাঁর অনুনয়ের সঙ্গে সংযুক্ত।

১৩৭১: খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞবলি পরলোকগত বিশ্বাসীবর্গের জন্যও অর্পণ করা হয় যারা 'খ্রীষ্টেতে মৃত্যুবরণ করেছে কিন্তু এখনও পূর্ণভাবে পরিশোধিত হয়নি, যাতে তারা খ্রীষ্টের আলো ও শান্তির রাজ্যে প্রবেশের হয়ে ওঠে:

এ মরদেহ যেখানে খুশী রাখ! এ নিয়ে তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ো না। তোমাদের অনুরোধ করি, যেখানেই থাকো প্রভুর বেদীতে আমাকে স্মরণ করো। অতঃপর, আমরা প্রার্থনা করি (যজ্ঞ-নিবেদনের প্রার্থনায়) পুণ্য পিতৃগণ ও বিশপদের জন্য যারা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, এবং সাধারণভাবে সকলের জন্য যারা আমাদের পূর্বে পরলোকগমন করেছে এই বিশ্বাসে যে, এ হচ্ছে এক মহত্তর কল্যাণ সেই সকল আত্মাদের জন্য যাদের অনুকূলে, পবিত্র ও মহান বিস্ময়কর বলির বিদ্যমানতায় প্রার্থনা করা হয়। পরলোকগত পাপী ভক্তদের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমাদের আবেদন অর্পণের দ্বারা আমরা অর্পণ করি, সকলের পাপের জন্য বলিকৃত খ্রীষ্টকে যেন তারা তাদের নিজেদের জন্য ও আমাদের জন্য, মানব প্রেমিক ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হয়ে ওঠে॥

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

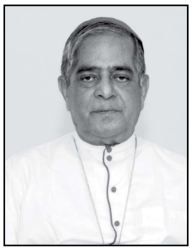

৪ এপ্রিল, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"-এর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার সজল আন্তনী কস্তা

তপস্যাকালের ৫ম রবিবার

১ পাঠ : ইসাইয়া ৪৩: ১৬-২১
২য় পাঠ : ফিলিপ্পীয় ৩: ৮-১৪
মঙ্গলসমাচার: যোহন ৮: ১-১১

আজকের পাঠের মূলভাব হলো, "জীবনের নূতনত্ব"। অতীতের ভ্রান্ত পথ বর্জন ক'রে নতুন পথে সামনের দিকে চলার নির্দেশ দেন যিশু পতিতা স্ত্রীলোককে আজকের মঙ্গলসমাচারে। জীবনে নতুন চলার আহ্বান প্রতিটি মানুষের কাছে। শত পাপে নিমগ্ন হলেও মন পরিবর্তন ক'রে নতুন পথের যাত্রী হওয়ার সুযোগ ও সৌভাগ্য প্রভুযিশু দান করেছেন।

যিশু দয়া ও পাপ ক্ষমা সম্বন্ধে কেবল শিক্ষাই দেননি বরং বাস্তবে ক্ষমাদান করে পতিতা স্ত্রীলোকের সুপ্ত উত্তমতাকে নতুন করে প্রকাশ পাবার উপায় করে দিয়েছেন। ঠিক সেভাবে পাপের ক্ষমাদান করে যিশু আমাদের মুক্ত করেন এবং অতীতের পাপময় জীবন পরিবর্তন করে নতুন পথে চলতে সাহায্য করেন।

যিশুর শত্রুদের মতলব এই, যিশু যদি মেয়েটিকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে বলেন, তাহলে কিন্তু জনসাধারণের কাছে করুণাময় গুরু ব'লে তাঁর যে সুনাম আছে, তা আর থাকবে না। তাছাড়া রোমীয় শাসকদের কাছে তাঁকে রাজদ্রোহী ব'লে অভিযুক্ত করাও চলবে, যেহেতু শুধুমাত্র রোমীয় শাসকেরাই কাউকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। এদিকে যিশু যদি মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে বলেন, তাহলে তো তাঁরা বলতে পারবেন যে, যিশু মোশীর বিধান মানেন না, তিনি ব্যাভিচারীদেরও প্রশ্রয় দেন। যিশু তখন এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি অভিযোক্তাদের কথায় কান দিচ্ছেন না। তিনি আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁক কাটতে শুরু করলেন, যেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

যিশুর উত্তরের মধ্যে এই প্রশ্ন আছে: তাঁরা নিজেরা কি নিষ্পাপ? শাস্তি দেবার যোগ্যতা কি তাঁদের আছে? যাদের বয়স বেশি ছিল, তারাই প্রথমে চেতনা পেয়ে লজ্জায় তখন সরে পড়লেন। বলাইবাহুল্য, শুধু অভিযোগকারী শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরাই সরে পড়েছিলেন। যিশুর শিষ্যেরা এবং সাধারণ মানুষেরা সেখানে তখনও উপস্থিত ছিল- "যিশু একাই...সামনে মেয়েটি": সাধু আগস্টিন এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন: "সামনাসামনি দুঃখ আর দয়া"। যিশু পাপকে প্রশ্রয় দেননি, তুচ্ছও করেননি। তবে তিনি কারও বিচার করতে পৃথিবীতে আসেননি, এসেছেন মুক্তি দিতে। তাই সেদিন তিনি সেই পাপীর অন্তরে পবিত্র জীবনের সঙ্কল্প জাগিয়েই তাকে ক্ষমা করেছিলেন।

যিশুর প্রৈরিতিক কাজের প্রধান বিষয় হল পাপীর প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করা। করগ্রাহক মথি, যাখেয়, মাগদালার মারীয়া, আরো শত শত পাপী ও খারাপ লোকের সাথে তিনি উঠা-বসা ও খাওয়া-দাওয়া করেছেন এবং আজকের মঙ্গলসমাচারে ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের প্রতিও ক্ষমা ও ভালবাসা প্রদর্শন করলেন।

শাস্ত্রী ও ফরিসিরা যিশুর কাজকর্মের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন যার জন্য তারা ব্যভিচারে হাতে-নাতে ধরা পড়া মেয়েটিকে? যিশুর কাছে নিয়ে এলেন। যিশুকে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জের প্রশ্ন তার করে বসলেন। মোশীর বিধান মেনে নিলে তিনি ক্ষমার বাণী ঘোষণা করতে পারবেন না, আবার ক্ষমা দেখালেও পাপকে সমর্থন করা হবে। এই পরিস্থিতিতে যিশু মানুষের বিবেককে নাড়া দিলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনি প্রথমে ওকে পাথর ছুঁড়ে মারুন।" পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যে এই উক্তি শুনে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে তারা সকলেই চলে গেল। এখানে একটি বিষয় যদি লক্ষ্য করি যে, তখন বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সকলের মধ্যে একটি চেতনা এলো যে আমরা কেউই নিষ্পাপ নই, সকলেই কম বেশি পাপী। এই চেতনাটি প্রথমে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সকলের মধ্যে এসেছে। আমাদের সমাজের মধ্যে যারা প্রবীন বা বৃদ্ধ তাদের একটি ভূমিকা থাকে ছোটদের পথ দেখানো বা বয়োজ্যাষ্ঠদের আমরা অনুসরণ করে থাকি। প্রবীন বা বৃদ্ধদের যারা তারা সমাজের মস্তকস্বরূপ আর তাদের নির্দেশে সমাজে বা পরিবারের মধ্যে অনেক কাজ হয়ে থাকে। তাই প্রবীন বা বৃদ্ধ হিসেবে তাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে ছোটদের পথ দেখানো বা পরিচালনা করা।

আজকের মঙ্গলবাণী আমাদের সামনের দিকে পথ চলতে শিখায়। আমরা প্রত্যেকেই পাপী আর পাপী হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্ট আমাদের ভালোবাসেন ও আমাদের আহ্বান করে মন পরিবর্তনের জন্য এবং সংশোধনের জন্য সুযোগ দিয়ে থাকেন। অনেক সময় আমরা মনে মনে নিজেদের ধার্মিক মনে করে থাকি এবং মনে করি যে খ্রিস্টের দেওয়া নিয়ম নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে বেঁচে আছি, কিন্তু তার চেয়ে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ পেয়েই বেঁচে আছি। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মোশীর আইনের চেয়ে একজন পাপী মন পরিবর্তনের গুরুত্ব বেশি। পাপী মেয়েটি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি পাপ করেছেন, যার জন্য তিনি নীরব রইলেন। পাপী মহিলাটির হৃদয় যিশু দেখেছেন যার জন্য তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাকে আরেকবার সুযোগ দিলে হয়তো সে তার মন পরিবর্তন করতে পারে। তার নীরবতা অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যিশুও আমাদের অনুতপ্ত হৃদয় দেখেন।

এখানে পাপী মেয়েটি এবং তার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছিল সকলেই ঈশ্বরের হৃদয় থেকে দূরে সরে ছিল। মেয়েটির মতো আমরাও অপরাধী হয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করে নিজেদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করি।

পাপী মেয়েটিকে ক্ষমা দেওয়ার সময় যিশু তার অতীত সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তোলেননি। পক্ষান্তরে তিনি শুধু বলেছেন, "যাও, আর পাপ করো না।" এভাবে তিনি আমাদেরকেও আহ্বান করেন পেছনে না তাকিয়ে সামনের দিকে চলতে। সাধু পৌলও বলেন, "পশ্চাতের বিষয় ভুলে গিয়ে সামনের বিষয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আমি লক্ষ্যের অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি যেন আমি খ্রিস্টযিশুতে ঈশ্বর উর্দ্ধস্থ আহ্বান পুরস্কাররূপে পেতে পারি।"

এই উপাসনার মধ্যদিয়ে আমরা সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাপের ক্ষমা গ্রহণ করি। নতুন মানুষরূপে আমরা যেন এই গির্জাঘর থেকে বিদায় নেই কেননা ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতার গুণে আমরা অতীতের বন্ধন ও পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন ভাবে সামনের দিকে চলার সাহস, শক্তি ও নির্দেশ পাই॥

তপস্যাকাল : মন পরিবর্তনের আহ্বান

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

"সময় হয়ে এসেছে: ঐশরাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাও; তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর *(মার্ক ১:১৫)*।" যিশুর প্রচারের শুরুতেই এই আহ্বান একেবারেই নিশ্চিত যে, জীবন পেতে হলে, বাঁচতে হলে মন পরিবর্তন ও মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিশু নিজেই ঐশরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই সেই রাজ্যে প্রবেশের আহ্বান জানাচ্ছেন! শর্ত একটাই, মনের পরিবর্তন। এতেই পরিষ্কার, মনের অবস্থা ভালো নয়। পরিবর্তন দরকার। তপস্যাকালে কৃচ্ছতা সাধন করে দেহ-মন-আত্মার উপবাস করে ধ্যান-প্রার্থনা ও নম্র হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্নাতেই মনের পরিবর্তন হয়। হয় দেহ-মন-আত্মার শুদ্ধিতা! আর এভাবেই ঐশরাজ্যে প্রবেশের উপযুক্ত হয়ে উঠি। তাই এই তপস্যাকালে প্রায়শ্চিত্তের দান ও প্রার্থনাই পারে আমাদের পরিত্রাণ নিশ্চিত করতে। আর আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে মনে রাখা দরকার; যিশু, যিনি আমাদের মন পরিবর্তন করে ঐশরাজ্যে প্রবেশের আহ্বান জানাচ্ছেন, "তিনি নিজেকে নমিত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য ছিলেন। এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু মেনে নিলেন *(দ্রঃ ফিলিপ্পিয় ২:৮)*।"

তপস্যাকাল ও আমাদের যাত্রা: তপস্যাকালে শুরুতেই আমরা কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি! আমাদের গির্জায় যাজকের পরিহিত পোশাক, গির্জার সাজ, আমাদের নিজেদের খাবার, অভ্যাস ও প্রকৃতির মধ্যেও একটা পরিবর্তন। তপস্যাকালের শুরুর দিনে অর্থাৎ ভস্ম বুধবারে সব গির্জাগুলোতে অনেক বিশ্বাসীর সমাগম দেখা যায়। আর এই বিশেষ যাত্রার লক্ষ্যণীয় একটি বিষয় হলো কপালে ভস্ম ধারণ। ভস্ম নিতে নিতে আমরা স্মরণ করি দু'টি বিষয়; ১) "মানব তুমি ধূলি, আবার ধূলিতেই মিশে যাবে" ও ২) মন পরিবর্তন কর, মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর। এই ভস্ম তা হল কৃচ্ছতা, ত্যাগস্বীকার, মন পরিবর্তন ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতীকী চিহ্ন। ভস্ম শুদ্ধিতারও চিহ্ন। আমরা ধূলি থেকে এসেছি আবার ধূলিতেই ফিরে যাব।

ইংরেজি শব্দ Ash (ভস্ম/ছাই) এর মধ্যে লুকিয়ে আছে তপস্যাকালে ভস্মের ব্যবহার।

A = Alms giving (ভিক্ষাদান/দয়াদান): প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা উপবাস করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতে চাই, মনের পরিবর্তন ঘটাতে চাই। আর উপবাস করে অন্যের সাথে আমার সহভাগিতা করতে চাই দয়াদানের মধ্যদিয়ে। তাই মন ও আত্মার পরিবর্তনের জন্যে ত্যাগের দান করা দরকার। আর এই দান যেন সহভাগিতার ও সহায়তার, নিজেকে প্রচার-প্রসারের জন্য নয়; বরং নিজেকে ঈশ্বর ও মানুষের কাছে নিয়ে যায়।

S = Sacrifice (ত্যাগস্বীকার): ত্যাগস্বীকার করা ও তা অন্যের সাথে সহভাগিতা করা। আর এটা এত সহজ বিষয় নয়। নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করব আর অন্যের জন্য কিছু করব সেটা তো কঠিন। কিন্তু এটাই হৃদয়কে ঈশ্বর ও মানুষের কাছে নিয়ে আসে। আর এই ত্যাগের সাথে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। ভালবাসা না থাকলে কোনভাবেই ত্যাগ করা যায় না। তাই নিজের স্বার্থপরতা ছেড়ে অন্যের পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে পরিত্রাণের নিমিত্তে যাত্রা করি।

H = Humility (নম্রতা): নম্রতা মানব জীবনের পূর্ণতা এনে দেয়। নিজেকে নমিত করা ও নিজের মন মানসিকতার পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। কিন্তু আমরা যাকে অনুসরণ করি, যিশুখ্রিস্ট, তিনি তো নম্রতার আদর্শ। নিজেকে নমিত করা ও অন্যের জন্যে বিলিয়ে দেওয়াই তো জীবনের স্বার্থকতা। কিন্তু এটা করা কঠিন কাজ। আমার অবস্থা, পদমর্যাদা ও আমার আমি, আমিত্ব পরিহার করাই হল তপস্যাকালের প্রায়শ্চিত্ত। আর এখানেই সেই আহ্বান। "সর্বান্তকরণে আমার কাছে ফিরে এসো, তোমাদের পোষাক নয়, হৃদয়টা ছিড়ে ফেল" *(যোয়েল ২:১২-১৩)*। ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ পেতে হলে হৃদয় উজার করে দিতে হয়। নিজের আমিত্বকে পরিহার করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যেতে হয়। আর এর জন্য দরকার নম্রতা।

প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মনিবেদন: তপস্যাকাল প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মশুদ্ধি ও আত্ম মূল্যায়নের সময়! খুঁজে বের করে দেখতে হয় আমার কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আমার পরিবর্তন আমাতে সম্ভব নয়। তাই আত্মনিবেদন প্রভুর চরণে। নিজেরা নিজেকে অযোগ্য মনে করে প্রভুর চরণে সঁপে দিয়ে অবিরাম তাঁকে ডাকতে হয়। "আমার প্রতি সদয় হও, ওগো ঈশ্বর, তুমি তো করুণাময়। মুছেই ফেল আমার সকল দোষ, তোমার কৃপা তো অসীম *(সাম. ৫১:১)*।" ঈশ্বর অনুতপ্তকে কখনোই ফিরিয়ে দেন না। প্রভুর চরণে নিজেকে সঁপে দিয়ে সম্মিলিত যাত্রায় অন্যদেরও আহ্বান জানিয়ে বলতে হয়। "প্রভুর সম্মানে, এসো, হর্ষধ্বনি করি, আমাদের ত্রাণশৈল যিনি, এসো, তাঁর নামে জয়ধ্বনি তুলি! মনটা পাষাণ করে তুলো না তোমরা *(সাম. ৯৫: ১; ৮)*।" আমার আত্মনিবেদনই আমাকে পরিত্রাণ দিতে পারে। দাম্ভিকতা নয় নম্রতা ব্যক্তিকে বড় করে। যে দেহ একদিন ধূলোয় মিশে যাবে তা নিয়ে বড়াই করার কিছুই নাই; বরং যিনি আমাকে মুক্তি দিতে পারেন তাঁর কাছেই নিজের ভুল স্বীকার করে অন্যের সাথে সম্মিলিত মুক্তি তীর্থে যাত্রা করি পরিত্রাণের নিমিত্তে।

তপস্যাকালে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত (উপবাস), ত্যাগস্বীকারের দয়াদান ও নম্রতায় আত্মনিবেদনের (প্রার্থনা) মধ্যদিয়েই তো ঈশ্বরের দয়া অনুগ্রহে আমরা ধন্য হয়ে উঠি ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি। কারণ; "অনুগ্রহদানের সময়ে তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি আমি; পরিত্রাণের দিনে তোমার সহায় হয়েছি। আর এই তো সেই অনুগ্রহদানের সময়, এই তো সেই পরিত্রাণের দিন *(২ করি. ৬:২)*।" তপস্যাকাল আমাদের পরিত্রাণের দিন, অনুগ্রহলাভের পূর্ণ ও পুণ্য সময়। তপস্যাকালে আমার উচ্চারিত প্রার্থনা হোক মন পরিবর্তন ও আত্মনিবেদনের প্রার্থনা। আমার দয়াদান হোক প্রকৃত আত্মত্যাগের বলিদান। আমাদের উপবাস হোক অন্তর আত্মায় ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার উপবাস।

উপসংহার: মন পরিবর্তনে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার আহ্বানে তপস্যাকালে আত্মা-মন পরীক্ষা, আত্মদানে নম্রতায় অন্যের সাথে সম্মিলিত মুক্তিতীর্থে আমাদের যাত্রা। কপালে ভস্ম ধারণ করে নিজেকে অযোগ্য মনে করে ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভে আমার সাধনা ও প্রার্থনা। আশা নিয়ে এগিয়ে যাই পরিত্রাণের উৎসধারায়। সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রার্থনায় জীবন হয়ে উঠুক পরিত্রাণের আশায়। "কারণ আমাদের পরিত্রাণ যে আশারই বস্তু *(রোমীয় ৮:২৪)*।"

তপস্যাকালে ভালবাসা, দয়া ও সেবা কাজ মিলনময় ন্যায্য সমাজ গঠনে সহায়ক

বিভুদান বৈরাগী

ভূমিকাঃ

উপবাস বা রোজার সময় মানুষ আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষায় অন্য সময়ের চেয়ে এই সময়ে একটু বেশী ধর্মীয় জীবন যাপনে, ধর্মীয় বিধি-বিধান, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে ব্রতী ও ধর্মমতি হয়ে থাকে। উপবাসকালে, অমাবশ্যা-পূর্ণিমা তিথিতে ও রোজার সময় মানুষ সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় স্ব স্ব পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, অনুধ্যান, প্রার্থনা, নামাজ, রোজা, উপবাস, সেবা কাজ ও নীরবতার মধ্যদিয়ে ষড়রিপুকে সংযমে বা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। তপস্যাকাল ও রোজার সময় হলো স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের যাত্রায় নতুন করে পথচলা। মানুষ এ সময় পাপ, অন্যায়, অপরাধ, মন্দ আচার-আচরণ ইত্যাদির জন্য অনুশোচনা, আত্মগ্লানি ও অনুতপ্ত হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা যাচ্না করে থাকে। আর্ত-পীড়িত ও দরিদ্র ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসা, দয়া, দান-দক্ষিণা ও সেবা কাজের মধ্যদিয়ে কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে থাকে। তাই তপস্যাকালকে খ্রিস্টধর্মে প্রায়শ্চিত্ত কালও বলে। তাই তপস্যাকালে মানুষ দয়া ও সেবাকাজ, দান-দক্ষিণা, জাকাত ইত্যাদি বেশী মাত্রায় করে থাকে। ভালবাসা, মায়া, মমতা ও দরদমাখা হৃদয় দয়া ও সেবা কাজের প্রেরণার ঝর্ণাধারা। ভালবাসাপূর্ণ মন থাকলে দয়া ও সেবা কাজে মানুষ এগিয়ে আসে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও সেবা কাজে সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি আনয়ন সহজ হয়; আর তখন গঠন হয় একটি মিলনবান্ধব সমাজ। আর তখন মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসার সাথে একে অন্যকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসবে।

তপস্যাকালে ধর্মপ্রাণ ও ধর্মশীল, উদার ও দয়াবান ব্যক্তিদের হৃদয়কে সহজে স্পর্শ করতে পারে সেবা ও দয়ার কাজে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানাতে। বর্তমান সময়কালে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি বা অতিমারি বিশ্ববাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে থমকে দিয়েছে। মানুষ এই মহামারিকে মোকাবেলা করেই এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে আতংক ও দুশ্চিন্তাকে সঙ্গে করে। কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, আজ বিশ্ববাসী কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। করোনা ভাইরাস পৃথিবী থেকে নির্মুল হোক, সৃষ্টিকর্তার কাছে মিনতি জানাই। এক দিকে করোনা ভাইরাস পৃথিবী থেকে কেড়ে নিয়েছে ষাট লাখের উপরে মানুষের প্রাণ। অর্থনৈতিক মন্দায় বিশ্ববাসী হাবুডুবু খাচ্ছে। অন্যদিকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসী তাণ্ডব তথা যুদ্ধ চালিয়ে বিশ লাখের উপরে মানুষকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছে। প্রতিদিন ঝরছে তাজা প্রাণ, মানুষের করুণ হাহাকার, ধ্বংস হচ্ছে বহু স্থাপনা;মানবিক হাহাকারে ভারী হচ্ছে সেখানকার আকাশ-বাতাস; ভাবিয়ে তুলছে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে, কোথাকার জল কোথ ায় গিয়ে দাঁড়াবে। ইউক্রেনের খ্রিস্টান ভাই-বোনদের জন্য এই তপস্যাকাল যিশু খ্রিস্টের ক্রুশীয় যাতনা ভোগের বাস্তব উপলব্ধি। আমরা জানি তপস্যাকাল সংযমের কাল, পাপ, অন্যায়-অপরাধের অনুশোচনার কাল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের অন্তর সংযমের উপলব্ধিতে পূর্ণ হবে-তাঁর মনে দয়া ও ভালবাসা উদ্রেক হউক, সংলাপের মাধ্যমে শান্তি ফিরে আসুক-পিতা ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করছি। দয়া, সেবা ও ভালবাসার মধ্যদিয়ে সমাজে ন্যায্যতা, শান্তি ও মর্যাদা আনয়ন ও মিলন সমাজ গঠন সম্ভব হয়। তাই উল্লেখিত শিরোনামে লেখার প্রয়াস নিচ্ছি।

দয়া, ভালবাসা ও সেবার কাজঃ

আভিধানিক অর্থে দয়া হলো পরের দুঃখে দুখী হওয়া, পরের দুঃখ দূর করা, কৃপা করা, করুণা করা, অনুগ্রহ করা, সমবেদনা জানানো,সমব্যথী হওয়া। ''দয়ালু যারা, ধন্য তারা-তাদেরই দয়া করা হবে'' *(মথি ৫:৭)*। আবার দেখি ''তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও''-এই উক্তিগুলো প্রভু যিশু খ্রিস্টের। তিনি দয়ালু হতে মানব জাতিকে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি যদি কাউকে দয়া করি বা দয়া দেখাই তবে আমিও দয়া পাওয়ার আশা করতে পারি। দয়ালু বা দয়াশীল ব্যক্তি দয়া করতে পারেন, দয়া করতে দয়ার্ত মন লাগে। কঠিন হৃদয়ের মানুষ, অহংকারী মানুষ দয়া দেখাতে পারেনা। দয়া, মায়া, ভালবাসা ও সেবার কাজ করা বিশেষ গুণ, মানবিক গুণ। মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা হৃদয়ের বা উদার চিত্তের ব্যাপার। মানবিক ভালবাসা মনের ভেতর সঞ্চারিত হলে দয়া ও সেবা কাজ করতে অনুপ্রেরণা আসে। ভালবাসা থাকলে কোন অভাবী ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে আসি এবং সাহায্য করে থাকি। কোন ব্যক্তির প্রয়োজনে, অভাব-অনটনে, সংকটে, বিপদ-আপদে পাশে থাকা, তার প্রয়োজন মিটানো দয়াবান মানুষের কাজ। নিষ্ঠুরতা বা নিষ্ঠুর কর্ম দ্বারা সমাজে বিচ্ছিন্নতা আনে, শান্তিপূর্ণ সমাজ হয়না।

আমরা বিশ্বাস করি শেষ বিচারের দিনে আমাদের বিচার হবে; পাপ-পুণ্য অনুসারে বিচার হবে। পুণ্যের কাজ, দয়ার কাজ, সেবা ও ভাল কাজ অনুসারে স্বর্গ বা নরকে গমনের যোগ্য হব; স্বর্গস্থ পিতার আশীর্বাদের পাত্র হব। এখন দেখি পবিত্র বাইবেলের বাণী আমাদের কি বলে। ''কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে, বিদেশী ছিলাম, দিয়েছিলে আশ্রয়; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে; ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে'' *(মথি ২৫:৩৫-৩৬)*। তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, প্রভু কখন আপনাকে ঐসব করেছিলাম, তখন যীশু বলবেন, ''আমার তুচ্ছতম ভাই-বোনদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ''। এই কাজগুলোইতো দয়া ও সেবার কাজ। ভাল কাজ করলে পুরস্কার বা প্রশংসা পাই, সকলে ভাল বলে, তেমনি মন্দ কাজ করলে তিরষ্কার বা ধিক্কার পাই- এটাইতো সমাজের স্বাভাবিক ঘটনা বা ব্যাপার। দয়া ও সেবা কাজ দ্বারা মানুষ সমাজে অমর হয়ে থাকেন। হাজী মুহম্মদ মহসীন সমাজে দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। আজও মানুষ তাঁকে দানের জন্যে, সেবা কাজের জন্যে স্মরণ করে; তিনি অমর হয়ে আছেন।

মাদার তেরেজার কাজের প্রেরণাই ছিল প্রভু যিশুর উপরোক্ত বাণীগুলো। ''তুচ্ছতম মানুষদের জন্যে যা কিছু করেছ তা আমার জন্যেই করেছ''-এই যে বাণী তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি ভিন দেশী একজন সাধারণ সিস্টার বা নারী হয়েও অনাথ শিশুদের কোলকাতার অলি-গলি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে সিস্টাদের আশ্রমে নিয়ে আসতেন। অসুস্থ, পীড়িত, রোগাক্রান্ত শিশুদের সেবা যত্ন, চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলতেন। মায়ের মমতা, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে তাদের বেড়ে ওঠতে সাহায্য করতেন। তাঁর অসাধারণ সেবা কাজের পরিধি কোলকাতা থেকে ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্ব মানবের চোখে এক অসাধারণ মহীয়সী নারীরূপে, আখ্যা পেলেন মাদার তেরেজা; বিশ্ববাসীর কাছে হয়ে

ওঠলেন শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী হিসেবে। মাদার তেরেজা ভালবাসা, দয়া ও মানব সেবায় অনন্য, বিশ্ববাসীর কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল। মানব সেবায় পেলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানীয় পুরস্কার, শান্তিতে নোবেল পুরস্কার (১৯৭৯), ভারতের সর্বোচ্চ উপাধি 'ভারতরত্ন'(১৯৮০)। মাদার তেরেজার ডাকনাম ছিল গঞ্জা বোজাঝিউ 'গোঙ্কসা'-এটি একটি তুর্কি শব্দ যার অর্থ 'কুসুমকলি'। সেই কুসুমকলি কালের পরিক্রমায় প্রস্ফুটিত হয়ে আর্ত-পীড়িতদের প্রতি সেবার সৌরভ ছড়িয়ে দিল সারা বিশ্বময়।

পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত দয়ালু সামারীয় গল্প আমরা অনেকে জানি। ''একজন লোক যেরুসালেম থেকে যেরিখো শহরে যাবার পথে ডাকাতদের কবলে পড়ল; তাকে আধমরা করে রেখে গেল ডাকাতরা। সেই পথ দিয়ে একজন পুরোহিত চলে গেল, তার দয়া হলো না, একজন লেবীয় সেও পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর সামারিয়া প্রদেশের একজন লোক আসলো। তাকে দেখে সামারিয় লোকটির মমতা হলো। আহত লোকটির ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। একটি সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসা করালো। আহত লোকটি সুস্থ হয়ে উঠল'' *(লূক ১০: ৩০-৩৫)*। এটা দয়া ও সেবার কাজ। দয়া ও সেবার কাজ করতে দরকার মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান, দরদ, মমতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠাবান হওয়া। প্রথম ও দ্বিতীয়জন পাশ কাটিয়ে গেল, কাছে গিয়ে আহত লোকটির প্রতি দেখালো না সহানুভূতি, জানালো না সহমর্মিতা। ঐ দু'জনের মধ্যে ছিল না মায়া-মমতা, ছিল না সেবার মনোভাব; তাদের হৃদয় ছিল পাষাণ, কঠিন বা তাদের সময় ছিল না কিংবা ঝামেলায় জড়াতে চাইলো না। সেবা ও দয়ার কাজ করা মানবিক দায়িত্ব। দয়া ও সেবার কাজ করতে সদিচ্ছা থাকতে হয়, ত্যাগস্বীকার করতে হয়। ভালবাসা থেকেই দয়া ও সেবা কাজের অনুপ্রেরণা আসে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,''জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর''। মানুষকে ভালবাসলে, মানুষের প্রতি দয়া ও সেবা করলে তা সৃষ্টিকর্তার প্রতিই করা হয়। তবে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ। বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় কোন ব্যক্তি রাস্তায় ছিনতাইকারী/ডাকাতদের কবলে পড়লে সাহায্যের জন্য সহজে কেউ এগিয়ে আসতে চায় না, ভাবে ঝামেলায় পড়তে পারি; আবার ডাকাত বা ছিনতাইকারীর হাতে মার খাওয়ার ভয়ও পায়। কেউ সহজে সাহস করে এগিয়ে আসে না। কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা উচিৎ কিনা? প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছে রাখুন। আত্মজিজ্ঞাসা!

ন্যায্যতা ও মর্যাদা:

ন্যায্যতা হলো, যার যা পাওনা তাকে তা দেওয়া। যা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, আইন সঙ্গত ও ধর্মসঙ্গত তা ন্যায্যতা। মর্যাদা হলো সম্মান-যশ। প্রতিটি মানুষই সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে কথা বলতে হয়। মানুষকে সম্মান করলে সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান করা হয়। সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রতিটি মানুষ সমান, আবার দেখি জাগতিকভাবে আইনের চোখে প্রতিটি মানুষ সমান। কিন্তু সমাজে বাস্তবে দেখি যাদের অর্থ-কড়ি, ধন-সম্পদ, শিক্ষা-বিদ্যা, প্রতিপত্তি, বড় বংশ, বংশের জোর, জমি-জমা-ইত্যাদি আছে তাদের মর্যাদা বেশী, মানুষ তাদের সম্মান করে। প্রকৃতপক্ষে এগুলোতো সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার মাপকাঠি নয়। এরাই সমাজকে নেতৃত্ব দেয়, কখন কখন মানুষ তাদের প্রতিপত্তি বা বংশের প্রভাবের কারণে ভয় করে, হয়তো মন থেকে সম্মান করে না। মর্যাদা বা সম্মান পাওয়ার তিনিই যোগ্য যার মধ্যে ন্যায্যতা আছে, যিনি ন্যায় বিচার করেন, যার অহংকার নেই, গর্ব করে না, মানুষকে ঠকায় না, যার কথায় ও কাজে মিল আছে, যিনি নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ভালবাসেন, সমাজে দয়া ও সেবার কাজ করেন, মানুষের উপকার করেন, বিপদে পড়লে যিনি মানুষের বা সমাজের পাশে থাকেন-তিনি সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

শান্তি ও মিলন:

আভিধানিক অর্থে শান্তি মনের সুখ, প্রশান্তি, উৎকণ্ঠাশূন্যতা, মানসিক শান্তি, ইন্দ্রিয়জনিত বাসনা-কামনার দমন প্রবৃত্তি দমন, লোভের বা ক্রোধের সংবরণ, সংযম , ক্ষমা উৎপাতশূন্যতা, উপদ্রবহীনতা, বিবাদ বা বিরোধ অবস্থাহীনতা, আনন্দ অনুভূতি হওয়া-ইত্যাদি।

মিলন হলো সন্ধি, ঐক্য, প্রীতি-আনন্দ, অন্তরের মিল, একত্রে থাকা, একসাথে মিলেমিশে বাস করা, এক সাথে পথচলা, এক সাথে কাজ করা, সহযোগিতা করা, সামাজিক কাজে সক্রিয় ও আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করা, সকলের সাথে খাপ খাইয়ে চলা, সমন্বয় করে চলা। শান্তি ও মিলনে আসে সম্প্রীতি, সুখ-আনন্দ। ন্যায্যতার ফল হলো শান্তি, আনন্দ ও মিলন। শান্তি ও মিলনের পূর্বশর্ত হলো ন্যায্যতা। তাই আসুন কথায়, কাজে, বিচারে-আচারে ন্যায্য হই।

মিলন, সম্প্রীতি ও শান্তি সম্পর্কে বিশিষ্টজনেরা কি বলছেন-দেখি:

''এই পৃথিবীর ধর্ম যত তুমি বিচার কর
দেখবে সেথায় একই কথা, উর্ধ্বে সবার মানবতা
সেই কথাটাই বলে সবাই বড়াই কর
আবার কেন লড়াই কর''। গণ সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তী ভূপেন হাজারিকার পাওয়া কবি কাজী নজরুল ইসলাম গানের কিছু কথা।

''গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাঁধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু, বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান''।

''ভালবাসা পরের অপরাধ কখনোই ধরে না''। - পোপ ২য় জন পল

''এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান ভেদাভেদ না রবে''।- লালনশাহ্

বর্তমান সমাজ বাস্তবতা:

পরিবার থেকে একটি পাড়া, পাড়া থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র। পরিবার একটি ক্ষুদ্র গৃহমণ্ডলী। পরিবারে যদি ভালবাসা, শ্রদ্ধা-সম্মান না থাকে সেখানে শান্তি থাকে না। পরিবারের সদস্যরা যদি পরস্পর অমানবিক আচরণ করে, স্বার্থপর হয়, নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, কঠোর হয়, মায়া-মমতাহীন হয়, নির্দয় আচরণ করে, বৈষম্যমূলক আচরণ করে, একজন আরেকজনের প্রতি অন্যায় করে, একজন আরেকজনকে ঠকায়, পারস্পরিক বিশ্বাস নেই, ক্ষমার অভাব, সহিষ্ণুতা নেই, সেখানে পারিবারিক সুখ, শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে না। পরিবার থেকে বড় পরিসর হলো সমাজ। সমাজেও অনুরূপ চিত্র বা অবস্থা বিরাজমান। আর্ত-পীড়িত দরিদ্র ভাই-বোনেরা পায় না ন্যায় বিচার, পায় না একজন মানুষ হিসেবে মর্যাদাটুকু। মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা হলো--সমাজের অবহেলিত-নিপীড়িত, আর্ত-দরিদ্র, শোষিত-বঞ্চিত, দরিদ্র বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, অন্যায়-অন্যায্যতার শিকার যারা, যাদের দেখার মত কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, আদিবাসী-নৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠি-এই শ্রেণির লোকদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের পক্ষে কথা বলা, তাদের সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে কথা বলা, তাদের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, আত্মিক-নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক উন্নয়নে কাজ করা যেখানে মানুষ ন্যায্যতা, শান্তি, দয়া ও ক্ষমাশীলতার গুণগুলো অনুশীলনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসাপূর্ণ মিলন ও ঐক্য সমাজে বসবাস করবে। সমাজের পিছিয়ে পরা হতদরিদ্র, শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণি নিগৃত হয়, ন্যায্য অধিকার ও পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়, সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হয়। পায় না মানুষ হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা।

ন্যায্যতা, মিলন ও মর্যাদপূর্ণ সমাজ গঠনে আমাদের করণীয়:

- উপবাস বা তপস্যাকালের এই বিশেষ সময়ে যারা অন্যায্যতার শিকার, সামাজিক ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের পাশে দাঁড়ানো, ও সুযোগ-সুবিধা পেতে সহায়তা করা।
- প্রতিটি মানুষ স্রষ্টার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট-সেই জ্ঞানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে বিশেষ করে বিভিন্ন শ্রেণি-গোত্র, ধর্ম-বর্ণ,

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মানবীয় যন্ত্রণায় ঈশ্বর

ফাদার প্রবাস পি রোজারিও এসজে

এই নশ্বর পৃথিবীতে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে সকল কিছুর ক্ষয় হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, সমাপ্তি ঘটছে। এই ক্ষয়, এই মৃত্যু আমাদের কাছে অনেক সময় মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আর তাই অন্য রকম ব্যতিক্রম কিছুর খোঁজ করি যা শক্তিশালী, অক্ষয় এবং অসীম। ধর্ম বলছে সেরকম কিছুর খোঁজ করার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা। আমরা এমন ঈশ্বরকে শক্তিশালী, সর্বশক্তিমান এবং পরিপূর্ণ ভাবি যিনি আমাদের সকল দুঃখ, যন্ত্রণা দূর করে দেবেন। তবে যিশুর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ভিন্ন চিত্র দেখি তা হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর নিজে এই নশ্বর পৃথিবীতে এসে মানুষের যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়েছেন, যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

দুই হাজার একুশ বছর পরে যিশু এখনও সমানভাবে অর্থপূর্ণ, জীবন পরিবর্তনের চিহ্ন, প্রকাশিত বাক্য এবং বাস্তব সত্য। তিনি ঐশতত্ত্বকে নতুন রূপ দিয়েছেন, নতুন ভাবে মানুষকে ঈশ্বরের রূপ দেখিয়েছেন- শিখিয়েছেন আমরা যেভাবে ঈশ্বরকে ভাবি বা মনে করি ঈশ্বর সেরকম নন। যিশুর দেহ ধারণ, যন্ত্রণা ভোগ এবং পুনরুত্থান এটাই প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর মানুষের যন্ত্রণা থেকে বিচ্ছিন্ন নন; ঈশ্বর নির্লিপ্ত নন। তিনি নিরব দর্শক নন। তিনি দূরে থেকে আমাদের যন্ত্রণা দেখছেন এমনটি নয় বরং স্বয়ং নিজে সেই যন্ত্রণায় অংশ গ্রহণ করছেন। এই যন্ত্রণা নিয়ে আমাদের সাথে আছেন; আমাদের সাথে বাস করছেন। এটাই আমাদের সেই শাশ্বত জীবনের উদ্দেশে আশার পথ দেখায়।

অনেক সময় এই যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে ঋষি যোবের মতন আমরা অনেকে ভাবি দুঃখ কষ্ট আমাদের দেহ-মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে আর তবুও আমাদের মৃত্যু হচ্ছেনা। আসলে আমরা যদি যিশুকে আমাদের জীবনে ধারণ করি তাহলে এই দুঃখ যন্ত্রণার মাঝে আমরা জীবিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাই আর তখনই আমরা নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা করি এবং নতুন ভাবে স্বাধীন হই।

কষ্ট এবং সুন্দরের মাঝে আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাই। যেমন অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে ঈশ্বরকে খুঁজে পাই ঠিক তেমনি পৃথিবীর ভগ্নতায় ও যন্ত্রণায় রহস্যময় ভাবে ঈশ্বর উপস্থিত রয়েছেন। আমরা এটা অনুভব করতে পারি যে, ঈশ্বর নিজে আমাদের সাথে কষ্ট ভোগ করছেন। তাই ঈশ্বর দূরে কোথাও রয়েছেন এমনটি নয় তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

যন্ত্রণা, অসহায়তা এগুলো আমাদের নিজেদের খোলস থেকে বের হতে আমাদের সাহায্য করে। যখন আমরা সত্যিকারের যন্ত্রণা অভিজ্ঞতা করি তখন আমাদের বদ্ধমূল ধারণা থেকে বের হয়ে আমরা অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসি। অন্যের দুঃখ লাঘব করতে চাই। যেমন একজন নিষ্পাপ শিশুকে যখন কষ্ট করতে দেখি সাথে সাথে আমাদের মন সে শিশুকে সাহায্য করতে চায়, কারণ ঐ শিশুর কষ্ট আমি নিজে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছি। অন্যভাবে বলা যায় যদি এভাবে আমরা সাহায্য করি আমরা ঈশ্বরকে সাহায্য করছি। ঠিক এই অনুভূতিই বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে মানুষের মাঝে নিজেদের বিলিয়ে দিতে। তারা যন্ত্রণার কাছে গেছেন, ভোগ করেছেন এবং যন্ত্রণা মেনে নিয়েছেন। তারা বারবার বলেছেন যে, এই যন্ত্রণার মাঝে তারা যিশুকে খুঁজে পেয়েছেন। মাদার তেরেজা সবসময় এই কথাই বলতেন যে, দুঃখ পীড়িত মানুষের মাঝে তিনি যিশুকে দেখতে পান। যিশুকে ভালবাসেন বলেই তিনি এই কাজগুলো করছেন। আর এভাবেই সাধু-সাধ্বীরা নিজের চেনা জায়গা থেকে বের হয়ে যিশুকে সেবা করেছেন।

বলা হয়ে থাকে যে, দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণা মানবীয় ভগ্নতার সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করে। এই যন্ত্রণার ক্ষতগুলো আমাদের নিজেদের শক্তি ও সক্ষমতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে; মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে পরিপক্ক হতে সাহায্য করে। দুঃখ-কষ্ট আমাদের ভেতরের আমিকে চিনতে শেখায় এবং কতটা যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি তার সম্পর্কে ধারণা দেয়। যন্ত্রণা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা মানুষ তাই আমরা আঘাত পাই। আমরা মানুষ তাই কান্না করি। আমরা মানুষ তাই আমাদের হৃদয় ভাঙ্গে। আর এই কারণেই আমরা বুঝতে পারি যে, যন্ত্রণা হচ্ছে সর্বজনীন ভাষা, সবাইকে এর মধ্যদিয়ে যেতে হয়। প্রতিটি মানুষ কষ্ট পায়। পুরো মানবজাতি কষ্ট করে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বাধা-বিপত্তি আছে, স্বপ্ন ভাঙ্গার কষ্ট আছে। আছে অসফল সম্পর্ক এবং অব্যক্ত সম্ভাবনা। এ সকল কিছু নিয়ে দুঃখ করি, কষ্ট করি, হা-হুতাশ করি। এভাবে যন্ত্রণা আমাদের বেঁধে রাখে; আমাদের ছাড়তে চায়না।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ঋষি যোবের কাহিনী আমরা জানি- কিভাবে তিনি তীব্র যন্ত্রণা ও চিত্তক্ষোভের মধ্যদিয়ে গেছেন এবং পরে কিভাবে তিনি ঈশ্বরের সাথে দর কষাকষি করেন, নিজের অবস্থা মেনে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সঁপে দেন সেটা এই কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই। যোব প্রথম সাত দিন গোবরের স্তূপে কষ্ট-যন্ত্রণায় নীরব ছিলেন। পরে যোব ভাবেন যে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তাই রাগে, ক্ষোভে ফেটে পরেন এবং ঈশ্বরের প্রতি অভিসম্পাত করেন। তিনি সব হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পরেন।

আমাদের অনেকের জীবন ঠিক এই যোবের মতই তিক্ত অভিজ্ঞতা, তীব্র যন্ত্রণা রয়েছে। প্রিয়জন দ্বারা প্রতারিত, আপনজন হারিয়ে আমরা ভগ্ন। মনে হচ্ছে জীবনে শুধুই অন্ধকার, আলোহীন; আমরা তমসার যাত্রী। আহা সেই দিনটি অন্ধকারেই একা থাকুক; ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বর যেন সেই দিনটি মনে না রাখেন; তার উপর আর কোন আলো যেন না পড়ে। অন্ধকার আর ঘন তমসা তাকে নিজের বলেই যেন দাবি করে; সে যেন সম্পূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন থাকুক; কালিমা তার সকল আলোই হরন করে নিক *(যোব:৩:৪-৫)*। কি অসাধারণ কাব্যিক ভাষার মাধ্যমে যোব তার গভীরে থাকা মানসিক যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। যোবের চাওয়া হচ্ছে অন্ধকার নেমে আসুক, সৃষ্টি-শূন্য হোক। এভাবে সে সৃষ্টিবিরোধী মনোভাব পোষণ করছিলেন। কিন্তু আদি পুস্তককে ঈশ্বর বলছেন- আলো হোক এবং সেখানে আমরা সৃষ্টির উৎসবও দেখি। একিই ভাবে আমরা দেখি যে, পরে ঈশ্বর যোবকে নতুন জীবন দান করেন, নতুন ভাবে সৃষ্টি করেন। তাই মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনে অন্ধকার রাত্রি আসতেই পারে, বিষন্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিরোধিতা আসতেই পারে। তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করেছেন সেই আলোই আমাদের অন্ধকার তমসা দূর করবে। সে আলো আমাদের ভিতরে গভীরে গিয়ে অন্ধকার দূর করবে কারণ যিশু নিজে বলেছেন আমিই জগতের আলো। এই আলোই আমাদের পথ দেখাবে; আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ করবে। তবে এই আলোর কাছে নিজেকে নিয়ে আসতে হবে, আস্থা রাখতে হবে।

আমরা কষ্টকে অনুভব করি এবং যেন প্রকাশও করি; এড়িয়ে যেন না যাই। কারণ যদি চেপে রাখি বা লুকিয়ে রাখি অন্যভাবে তা প্রকাশ পাবে- শারীরিকভাবে অসুস্থ করে দেবে, বিষন্ন করে দেবে, এর জন্যে অন্যের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। তাই সঠিক মানুষ খুঁজে তার সাথে সহভাগিতা করে আলোর অন্বেষণ করা প্রয়োজন। আসলে যে ব্যক্তি গভীরভাবে অনুভব বা উপলব্ধি করতে না পারে সে ভাল ভাবে ঐ বিষয় সম্পর্কে জানতেও পারবে না। কারণ এই দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝে ঈশ্বর উপস্থিত আছেন। যোব যেমন তার আবেগকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং যন্ত্রণার রহস্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর তখনই ঈশ্বর তাকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করলেন। তার যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাকে ঈশ্বর পূর্ণ এবং পুণ্য করলেন। একিই ভাবে আমাদের দুঃখ-কষ্ট রহস্যময় ভাবে পুণ্য হবে, পূর্ণতা পাবে। ঈশ্বর নতুনভাবে আমাদের সৃষ্টি করবেন। কারণ আমরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উপাসনা করি। তিনি সকল যন্ত্রণাকে জয় করে মৃত্যুর অন্ধকার দূর করে আলো নিয়ে এসেছেন, নতুন জীবন এনেছেন। এভাবেই আমাদেরকে পরিপূর্ণতার দিকে, নতুন জীবনের পথে তিনি নিয়ে যাবেন॥

সেই যুবক আজো তৃষ্ণার্ত!

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে যুবকটি কাতর স্বরে বলেছিলেন, "আমি তৃষ্ণার্ত"! আর সাথে সাথেই তাঁর ভাগ্যে ঝুটেছিল তিক্ত সিরকা। তৃষ্ণার্ত এই যুবকটি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বিনা প্রতিবাদে দীর্ঘ ১৮ ঘন্টা অমানবিক, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। দেখেছেন মাটির তৈরি মানুষের কঠিন পাথরের রূপ। মানব সৃষ্টির ইতিহাসে এমন নির্মমতার শিকার আজ পর্যন্ত কেউ হয়নি। মাথায় কাঁটার মুকুট, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সৈন্যদের পাষবিক অত্যাচারের চিহ্ন নিয়ে নগ্ন পায়ে পাহাড়ি উঁচু নিচু ভূমি আর নুড়ি পাথর মাড়িয়ে দণ্ডদাতার রাজপ্রাসাদ হতে নগরের বাইরে অবস্থিত বধ্যভূমি পর্যন্ত যুবকটি নিঃশব্দে যাত্রা করেছেন।

"আমি তৃষ্ণার্ত" বাক্যটি সাধারণ দৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও আধ্যাত্মিক অর্থে বাক্যটি অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, ভয় পেলে আমাদের পিপাসা অনুভূত হয়। তাছাড়া মৃত্যুর পূর্বে অনেকেই পানি পান করতে দেখা গেছে। কেননা মানুষ কখনোই তার নিজ মৃত্যুর প্রকৃত সময় জানে না। কিন্তু এই যুবকটি শুধু তাঁর মৃত্যুর সময়ই নয়, বরং তাঁর সাথে কি কি ঘটবে- সবই বহু পূর্ব হতেই জানতেন। আপন ভূত-ভবিষ্যৎ জানা এই যুবকটি যে স্বয়ং "যিশু" আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সকল মানব জাতির মুক্তিকল্পে স্বর্গ ছেড়ে তিনি এই মর্ত্যলোকে এসেছিলেন। আর মুক্তিপণ হিসাবে তিনি আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

জীবনের শেষ সময়ে এসে "আমি তৃষ্ণার্ত" যিশুর এই বাক্যটি একটি প্রশ্ন রাখে- যিশু কি সত্যিই জলের জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলেন? নাকি এর পিছনে যিশুর অন্য কোন তৃষ্ণা ছিল? এই প্রশ্নটি নিয়ে কি একটু ধ্যান করা যায়? আসুন তাহলে এই প্রশ্নের গভীরে যাই। এই বাক্যটি ও প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের কিছুটা পিছনে চলে যেতে হয়। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই যে, যিশু শিখরে নামে সামারিয়ার একটা গ্রামে যাকোবের কূয়ার কাছে এক সামারীয় নারীর কাছে জল চেয়েছিলেন *(যোহন ৪:৭-৩০পদ)*। এখানে এই জল চাওয়ার মধ্যদিয়ে যিশু সেই নারীর সাথে কথা বলার একটি পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ জল চাওয়াটা যিশুর একটা অজুহাত ছিল বলা যায়, কেননা যিশু পূর্ব হতেই সেই নারীর পাপের জীবন সম্পর্কে জানতেন। আর তাই যিশু সেই নারীকে তার পাপের জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সাথে সাথে তার দূষিত জীবনের পরিবর্তন ঘটাতেই জল চেয়েছিলেন।

সেদিন সত্যিই সেই সামারীয় নারী যিশুকে "নবী" হিসাবে বিশ্বাস করেছিল এবং অন্যদের কাছে যিশুকে প্রচার করেছিল। একই ভাবে মৃত্যুর পূর্বে যিশুর জল পান করতে চাওয়ার মধ্যদিয়ে তিনি তাঁর হত্যাকারীদের মন পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ভালোবাসাপূর্ণ আকুল মিনতি তারা তা বুঝতে পারেনি। তাই তারা যিশুকে তিক্ত সিরকা দিয়েছিল, যা পান করার অনুপযোগী ছিল। যিশুর পিপাসাকে তারা স্বাভাবিক পিপাসা মনে করেছিল।

যিশুর হৃদয় সর্বদা পাপীর মন পরিবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। তিনি চান প্রত্যেক মানুষ যেন তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা যাচ্না করে নিজের দূষিত জীবনের পরিবর্তন ঘটায় এবং তাঁর কাছে ফিরে আসে।

সাধ্বী মার্গারেট মারী আলাকুককে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, হে আমার কন্যা, তোমার হৃদয় আমাকে দাও। একই সাথে যিশু মার্গারেট মারী আলাকুককে তাঁর পরম পবিত্র হৃদয় দেখিয়ে বলেছিলেন- দেখ, এই হৃদয়টি মানুষকে এতই ভালোবেসেছে যে, কিছুই বাদ দেয়নি। আমার ভালোবাসার চরম প্রমাণ দিয়েছি প্রাণ বিসর্জন দিয়ে, কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে মাত্র অকৃতজ্ঞতা, অমর্যাদা, উদাসীনতা ও অন্যান্য পবিত্র সাক্রামেন্তের প্রতি অবজ্ঞা পেয়েছি। এই দর্শন প্রমাণ করে, সেই ক্রুশবিদ্ধ তৃষ্ণার্ত যুবক যিশু সর্বদাই মানুষের জন্য তৃষ্ণার্ত। এটা সত্য যে, আমরা কেউ সেই ভাবে যিশুর দর্শন পাইনি, তথাপি যিশু একই ভাবে সকলকেই এই কথা বলেন। যিশুর এই আকুতি বলে দেয়, আমাদের হৃদয়ের জন্য তিনি কতটা তৃষ্ণার্ত!

তৃষ্ণার্ত যুবক যিশু আজো আমাদের জন্য তৃষ্ণার্ত। আমাদের মধ্যে একজনও যদি বিপথে চলে যাই, সেই একজনকে ফিরে পেতেই তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। হারানোও মেষের গল্প সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রতি বছর ভস্ম বুধবারে কপালে ছাই মেখে অন্তরে পরিশুদ্ধ হয়ে খ্রিস্টভক্তগণ তপস্যাকালে প্রবেশ করে। আর এই তপস্যাকালে আমরা যিশুর কষ্ট ও যাতনাভোগের শরিক হয়ে তাঁর সাথে যাত্রা শুরু করি। এজন্য ভস্ম বুধবার দিনটি খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তপস্যাকাল আত্মশুদ্ধির কাল। আর এই আত্মশুদ্ধির জন্য অনেক কঠিন কিছু করতে হবে, এমন নয়। আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকেই নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি। আমাদের সকল দুর্বল দিকগুলো স্মরণ করে অনুতপ্ত হয়ে যিশুর কাছে ক্ষমা যাচ্না করে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারি। এ কথা সকলেই জানি, যিশু সবচেয়ে যা বেশি ভালোবাসেন, তা হল "অনুতপ্ত হৃদয়"। কেননা অনুতাপের মধ্যদিয়েই আমরা ক্ষমা লাভের যোগ্য হয়ে উঠি এবং ক্ষমা লাভ করে যিশুর ভালোবাসার মানুষদের হয়ে উঠতে পারি।

পবিত্র বাইবেলে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে আমরা দেখেছি, অনেক পাপী তাদের পাপের জন্য গভীর ভাবে অনুতপ্ত হয়ে যিশুর ক্ষমা লাভ করে যিশুর প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠেছেন। মাগদালার মারীয়া, করগ্রাহক মথি, সাধু আগষ্টিন, সাধ্বী ক্যাথরিন এর জীবন আমাদের এই সত্য তুলে ধরে যে, আমরা যত বড় পাপী-ই হই না কেন, পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যিশুর কাছে ক্ষমা যাচ্না করলে তিনি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেন। কেননা যিশু নিজেই এ কথা বলেছেন, অনুতপ্ত হৃদয় আমার বড়ই পছন্দের।

তপস্যাকালের শুরুতে আসুন আমরা প্রত্যেকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর "আমি তৃষ্ণার্ত" এই বাণীটি নিয়ে ধ্যান করি, আত্মমূল্যায়ন করি এবং নিজ নিজ জীবনের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করে তা পরিহার করার সংকল্প করি। অন্তরে ইচ্ছা থাকলে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দুর্বলতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা যাচ্না করে দূষিত জীবন ত্যাগ করব সেই তৃষ্ণার্ত যুবক যিশুর তৃষ্ণা দূর করতে পারি। এই তপস্যাকাল আমাদের সেই পথই নির্দেশ করে।

এই তপস্যাকালে প্রেমময়, দয়ালু পিতাঈশ্বর যেন আমাদের সবাইকে তপস্যাকালের প্রকৃত অর্থ বুঝার ক্ষমতা দান করেন এবং আমাদের দূষিত জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেন এই প্রার্থনা করি॥

বাক্য প্রচারে অনর্থক কথা

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশে আমরা উপাসনায় বসি। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উপাসনায় উপস্থিত হওয়া যিশুখ্রিস্টের একটা বিশেষ নির্দেশনা। পবিত্র বাইবেলে যিশু বলেছেন, যেখানে দুই বা তিনজন তাঁর নামের বা উদ্দেশে একত্রে মিলিত হয় সেখানে তিনি উপস্থিত থাকেন। উপাসনা সাধারণত একটা নির্দিষ্ট গৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাসগৃহেও ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক অনেক পরিবার পারিবারিকভাবে নিজ গৃহে পরিবারের সকলকে নিয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় বসেন। উপাসনা পরিচালনায় কতকগুলি ধাপ রয়েছে। এর মধ্যে বাইবেল থেকে যে অংশটুকু পাঠ করা হয় সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বা শব্দকে কিংবা সমগ্র অংশের ভাবার্থকে বেছে নেওয়া হয় উপাসনায় প্রচারের জন্য। প্রচারের বার্তা সুসমাচারের মধ্যে নিহিত আছে। তাই খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনাগুলিতে প্রচার প্রধান ও অপরিহার্য বিষয়। বাক্য প্রচারকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নাই। কেননা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনের মূল উৎস হ'ল ঈশ্বরের বাক্য এবং বাক্যের মধ্যদিয়েই পরিপূর্ণ জীবন। বাক্য থেকেই আমরা উদ্দীপনা ও আত্মিক বৃদ্ধি লাভ করি। গির্জা ঘরে উপদেশ প্রদান বা প্রচার বলে থাকি তা যত প্রাণবন্ত এবং আত্মিক শিক্ষামূলক হয় উপাসকগণ তা শ্রবণ করে ততোধিক তৃপ্ত হন। উপাসনা শেষে ধীরস্থির ভাবে প্রশান্ত মনে এবং তৃপ্ত হৃদয়ে যার যার গৃহের উদ্দেশে প্রস্থান করেন।

একজন বিখ্যাত প্রচারক প্রচার সম্বন্ধে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "প্রচার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সত্য বহন করে।" অর্থাৎ মানুষের দ্বারা মানুষের কাছে সত্যের সংযোগ ঘটান। এই কথার মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। একটি হচ্ছে সত্য অন্যটি ব্যক্তিত্ব। এর কোন একটিকে বাদ দিলে তাকে প্রচারক যদি নিজের মতের প্রতি লোকদের আকৃষ্ট করতে অথবা নিজের ইচ্ছায় তাদের বশীভূত করতে কিংবা তার বাকচাতুর্যের প্রশংসা লাভ করতে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেন তবে সেই প্রচার আর প্রচার হয় না। ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রচার সত্যকেই বহন করে। প্রচারের মূল উদ্দেশ্য নিজের মতবাদ কিংবা অনুমান নির্ভর উপদেশ নয়, কিন্তু অবিকৃত সুসমাচারই আসল বিষয়। এই সত্যের বিষয় জানতে হলে সমগ্র বাইবেল খুঁজতে হয় এবং বাইবেলই হবে প্রকৃত সত্যের মূল উৎস। আমরা সুসমাচারের মূল সত্যকে প্রচার করে থাকি। কারো নিজের মত কিংবা অনুমান ভিত্তিক সত্যকে নয়। যে কথাটি তুলে ধরতে এই প্রবন্ধের সুত্রপাত,

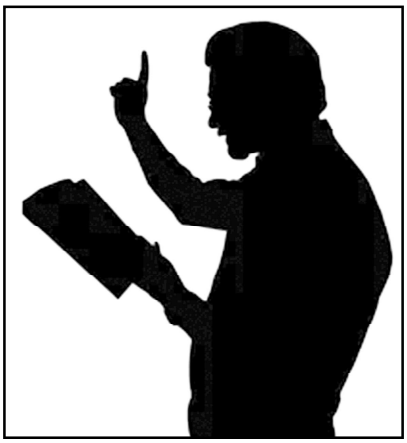

তা হল অনর্থক কথার ফুলঝুরি ফোটানো নয়, কথার পিঠে কথা সাজিয়ে কথার মালা গাঁথাও নয়। উপাসকগণের মূল্যবান সময়গুলি ব্যর্থতায় খরচ করা নয়। পুনঃপুন অর্থহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক বক্‌বকানি শুনতে শুনতে এক সময় অনেকের গির্জায় আসতে অনিহা জন্ম নেয়। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, যারা পুলপিটে দাঁড়ান তাদের সকলেই সুসমাচার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা, যথেষ্ট জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রচারের কাজটি করেন। অনেকেই আছেন বিষয় বস্তুর উপর কোন প্রস্তুতি না নিয়েই প্রচার কার্য সম্পাদন করে থাকেন। প্রস্তুতি নেওয়াতে মাত্রাতিরিক্ত অবহেলা এবং অলসতা প্রদর্শন করে থাকেন। এভাবে যেনতেন ভাবে প্রচার কাজ সম্পাদন করে উপাসকগণকে উপেক্ষা করা হয়, তা তাদের বোধ্যগম্য হয় না। এই ধরনের আচরণ তাদের সরলতাকে এবং সম্মানকে পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করার নামান্তর। এই ক্যাটাগরির প্রচারকগণ প্রকৃত অর্থেই অলস, স্বেচ্ছাচারি, অসচেতন, অজ্ঞ, কূপমণ্ডুক। কারো পরামর্শের প্রয়োজন মনে করে না এবং কেউ উপদেশ দিলেও তা ধারণ করারও মানসিকতা দেখাতে পারে না। শঠতা এবং চাতুর্যে পরিপূর্ণ। পবিত্র বাইবেল অধ্যয়নের অভ্যাস, বাক্যের জ্ঞান আহরণের অধ্যবসায়, অনুসন্ধান ও সুষ্ঠু নির্মল চিন্তা করতে যেন একেবারেই অনভ্যস্ত। যেন পেট ও পিঠের চিন্তায় ঘোর। মনেই হয় না এদের কোন অভিভাবক আছেন। এদের অধিকাংশই তাদের অতীত জীবনের অভ্যাসে আবদ্ধ। ধ্যান ও ধারনা লাভের কোন অভিলাস চিত্তে নাই। তাই অন্তর থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্যুতি ছিট্‌কে পড়ে না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের অন্তকরণ অনুসন্ধান করেন। অন্তকরণের কপাট শক্তভাবে আটকানো। তাহলে কেন পরিবর্তনের অভিনয়? এরা যেমন নিজের সর্বনাশ করছে পক্ষান্তরে যারা আগ্রহ নিয়ে উপাসনায় আসেন তাদের ধার্মিকতার পথ রুদ্ধ করছে। কোন কোন অখ্রিস্টান ব্যক্তিও মাঝে মাঝে উপাসনায় আসেন তারা বিভ্রান্ত এবং বিশ্বাসে স্থির হতে পারেন না। বরং অবিশ্বাস এবং সন্দেহ আরো দানা বাঁধে। কোন কোন মণ্ডলীতে লক্ষ্য করা যায় পালকীয় প্রশিক্ষণের নামে এক, দুই কিংবা তিন বছরের পবিত্র বাইবেল রিডিং পড়ান, আলোচনা এবং কিছু কিছু পদ মুখস্ত করানো হয় এবং নির্ধারিত সময় শেষে পালকীয় দায়িত্ব দিয়ে ফিল্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়। যারা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেন তাদের পক্ষে অল্প সময়ে বাইবেলীয় তথা খ্রিস্টীয় মূল্যবোধকে উপলব্ধি করা মোটেও সম্ভব নয়। মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে খ্রিস্টের ইচ্ছা এবং নির্দেশনা বোঝার নয়। কথার চটকদারিতে কাজ হবার নয়। চাই আন্তরিক ইচ্ছা এবং সাধনা। প্রচারে অনর্থক গল্পচারিতা এবং কথার ঝড় ওঠে কিন্তু অভিষ্ঠ লক্ষ্য ফস্‌কে যায়। আমাদের দেশে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী বাড়ছে, এই ধর্মের নির্দিষ্ট মূল্যবোধসম্পন্ন নীতিতে একটা কালচার প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকেই এটা থেকে ভিন্নভাবে হাঁটতে চান। এটা সমস্যার না হলেও অনেকের বিভ্রান্তি এবং সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভিন্নতার নামে প্রকৃত খ্রিস্টীয় কালচার, প্রচলিত পদ্ধতি, বহুল প্রচলিত শব্দ, শব্দের বানান ভিন্নভাবে ব্যবহার করার প্রবণতার অবসান হওয়া দরকার। প্রভুর ভোজ-উৎসর্গের বিশাল গুরুত্ব আছে। ইদানিং বেশ কিছু চার্চে খুব সাদামাটা এবং দায়সাড়া ভাবে প্রভুর ভোজ গ্রহণের অংশটি করা হয়। উপাসক নিজেকে প্রস্তুত করা ও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ পায় না। কোন কোন মণ্ডলীর উপাসনাতে লক্ষ্য করা যায় সমগ্র উপাসনাতে পবিত্র বাইবেল থেকে বাক্য পাঠ পর্যন্ত করা হয় না। বক্তা পুলপিঠে

উঠে পবিত্র বাইবেল থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে প্রচার কাজ শুরু করেন। উপাসনায় প্রার্থনার নামে উচ্চস্বরে মেকী শুক্‌নো কান্নার রোল ওঠে। আবেগহীন বেতালে বিকৃত সুর ও উচ্চস্বরে গান গাওয়া হয়। ভাব গাম্ভীর্য, ভক্তির কোন বালাই এবং মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরের উপর ভক্তি আনা কষ্টসাধ্য। খ্রিস্টীয় উপাসনা পরিচালনার সুন্দর ভাবধারার সাথে অধিকাংশের সঠিক ধারণা দেখা যায় না। উপরন্ত কেউ কেউ বলে থাকেন বিদ্যমান মণ্ডলীর উপাসনালয়ে আরাধনার নামে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন পালক বা প্রচারক বেশ চটকদারী কথা অসামঞ্জস্য উদ্ধৃতিসহ হৃদয়গ্রাহীভাবে বলেন বটে, কিন্তু তার প্রচারের মধ্যে মূল শিক্ষণটি খুঁজে পাওয়া যায় না। এধরনের প্রচার অর্থহীন। অর্থাৎ প্রচারক ও শ্রোতা উভয়ের মূল্যবান সময়টুকু নিদারুনভাবে অপচয় করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রচার অর্থ কেবলমাত্র বাক্যের আড়ম্বরপূর্ণ উপস্থাপনা অথবা লোকদের মনে বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু তথ্য প্রদান করা বুঝায় না। কিন্তু বিশেষ কোন কার্য সাধন করা অর্থাৎ শ্রোতার মনে চেতনা ও উৎসাহের মাধ্যমে মন পরিবর্তন ঘটান। ঈশ্বরের বাক্য জীবন দান করেন। গীতসংহিতা ১৯:৭ পদ মতে "সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক, সদাপ্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসণীয়, অল্প বুদ্ধিও জ্ঞানদায়ক।" আবার গীতসংহিতা ১০৭:২০ পদে উল্লেখ আছে "তিনি আপন বাক্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করেন, তাহাদের খাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন।" এই অর্থে প্রত্যেক প্রচারের একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকতে হবে। প্রত্যেক প্রচারককে ভাবতে হবে সে একই সময়ে সুসমাচার প্রচারক, পালক আবার শিক্ষাগুরু। তার বড় দায়িত্ব ভক্তগণের আত্মিক পরিচর্যা করা এবং পরিপক্করূপে গেঁথে তোলা।

পবিত্র বাইবেল থেকে পড়া অংশটা পুনরায় নিজের মত করে ব্যক্ত করা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখান থেকে মূল শিক্ষণীয় বিষয়টিকে কয়েক ভাগে তুলে ধরাটা আসল বিষয়। বিষয়টি আলোচনা এবং পর্যালোচনা করা যাতে শ্রোতার ধারনাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের চিন্তার উদ্রেক ঘটে এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাটি হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন। পবিত্র বাইবেল থেকে পঠিত অংশের মূল বিষয়টিকে বাস্তবতার নিরিখে এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে শক্ত ব্যাপার। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে দৃঢ় মানসিকতা, স্বদিচ্ছা এবং একটা ধার্মিক হৃদয় থাকতে হয়। বাস্তবিক অনেকেই আছেন এই জায়গাটাতেই বেশ দুর্বল। প্রচারকের প্রচার হবে বীজ বপনের মত। যা থেকে অনেকের জীবন-ভূমিতে সুন্দর ফল উৎপন্ন হবে। *যিশাইয় ৫৫:১০* পদানুসারে "বাস্তবিক যেমন বৃষ্টি বা হিম আকাশ হইতে নামিয়া আইসে, আর সেখানে ফিরিয়া যায় না, ভূমিকে আর্দ্র করিয়া ফলবতী ও অঙ্কুরিত করে, এবং বপনকারীকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, আমার মুখ নির্গত বাক্য তেমনি হইবে।" একটি ফলদায়ক মূলক উপদেশ বা প্রচার তৈরী করতে পরিষ্কার একটি ভূমিকা, কয়েকটা উপবিষয় এবং উপসংহার সম্বলিত স্বচ্ছ কাঠামো তৈরী করতে পারলে প্রচার অবশ্যই চমৎকার এবং ফলপ্রসূ হতে পারে। উপদেশের একটা সারশিক্ষা থাকবে। উক্ত সারশিক্ষাকে স্পষ্ট করে তোলার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার নচেৎ সঠিকভাবে উপদেশ সাজান যায় না। নিজেকে সর্ব প্রথম পঠিত অংশটুকু সম্যকরূপে হৃদয়াঙ্গম করা প্রয়োজন। প্রচারককে শ্রোতার ধরন, শ্রোতার ইচ্ছা, তাদের চিন্তাধারাকে অনুধাবন করা, দুর্বলতাকে উপলব্ধি পূর্বক সুসমাচার প্রচার প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। একটি প্রচার প্রস্তুত করতে যত গুরুত্ব অর্পণ করা হয় বাস্তবিক সেই প্রচার ততো সুন্দর এবং কার্যকরী হয়। প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাগণ যাতে ধীরে ধীরে নতুন উপলব্ধির জায়গায় পৌঁছাতে পারেন। গীতসংহিতা ১১৯:২৫ পদ অনুসারে "তোমার বাক্যানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।" বাক্যের কাজ হচ্ছে শ্রোতার হৃদয়ে নাড়া দেওয়া। প্রচারক সেই বাক্যকে উপযুক্তভাবে শ্রোতার হৃদয়ে নিক্ষেপ করলে ঘুমন্ত শ্রোতা জেগে উঠতে পারেন। শ্রোতার হৃদয়ে একটা ঐশ ক্ষুধা সৃষ্টি হতে পারে। বাক্য প্রচারকারী উপাসকগণের মনের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে চান সেটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ প্রচারককে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হয়। শ্রোতার মন পরিবর্তনের প্রত্যাশা রাখতে হয়। তাহলে প্রচারক কেবল মাত্র নিজের মনগড়া মতবাদ ও ধারণা প্রচার করতে পারবেন না। বরং নিজের জীবনে ঐশ সত্যকে নিরীক্ষণ ও উপলব্ধি পূর্বক তার ব্যক্তিত্বকে বাক্যের সেবায় উৎসর্গ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। পূর্ণতার পথে পরিবর্তিত জীবন সর্বশক্তিমানের আহলাদের বিষয়। পালক-পুরোহিতগণ উপযুক্ত সংযোগকারীরূপে কাজ করবেন যার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা উভয়ের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠবেন। মনে রাখা দরকার প্রচার অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। যদি বাক্য বিবর্জিত হয় তবে তা হবে পবিত্র বাইবেল বর্ণিত ফরিশীগণের মত। তারা শাস্ত্র অনুসন্ধান করত বটে কিন্তু শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারত না। বর্তমান সময়ে অনেক পুরোহিত আছেন যারা সুসমাচারের গভীর সত্যকে বোঝেন না। কখনো কখনো দেখা যায় প্রচারক একটির পর একটি শাস্ত্রাংশ উল্লেখ করতে সচেষ্ট হন ও তাদের বিরুদ্ধে নিজের ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করতে চেষ্টা করেন। এই ধরনের প্রচার অহংকার, ধূর্ততা, ক্রোধ এমনকি ঈর্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয় পবিত্র আত্মার পরিচালনা থাকে না। মোদ্দা কথা সুসমাচার অবশ্যই পবিত্র বাইবেল ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপাসকগণের কি করা কর্তব্য অথবা কি করা উচিৎ কিংবা কি করা উচিৎ নয় এই জাতীয় জাগতিক বিষয় বলে উপদেশ লম্বা করা যুক্তি যুক্ত হতে পারে না। এটা করতে হবে কিংবা ওটা করা যাবে না এই ধরনের ক্রিয়া-কলাপ সাধনে ধার্মিকতা নির্ভর করে না। নিজে যা বিশ্বাস করি তাই বলি কিনা অথবা অন্যকে যা করতে বলি তা কি নিজে পালন করি কিংবা সর্ব অন্তকরনের সাথে পালন করতে সচেষ্ট কিনা। এই ভাবে আত্ম মূল্যায়ন থাকতে হবে। প্রচার কালীন অযথা অতিরিক্ত উদ্ধৃতি এবং মূল বিষয় বহির্ভূত গল্প বলে নিজে কত বড় জ্ঞানী তা প্রমাণ করতে যাওয়া কাম্য নয়।

খ্রিস্টযিশু তাঁর জীবদ্দশায় ঈশ্বরের বাক্য সহজ সরলভাবে প্রচারের মাধ্যমে স্বর্গরাজ্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। হাজার হাজার বিপথগামী মানুষ তাঁর প্রচারে চমৎকৃত হয়ে তাদের অন্তরে যিশুকে গ্রহণ করেছেন। আজও খ্রিস্টান প্রচারকগণ, পুরোহিতগণ তা অনুসরণ করে থাকেন। প্রচার শুনে আমরা অনুপ্রাণিত হই এবং খ্রিস্টকে অধিকরূপে বিশ্বাস করতে শুরু করি। তাঁকে জানার মধ্য দিয়ে আমাদের মনোজগৎ সমৃদ্ধ হয়, ধারনা পরিবর্তন হয়, মন পরিবর্তন হয়। আধ্যাত্মিক বা ধার্মিকতা লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ঈশ্বর ও তাঁর ইচ্ছা জানতে পারি। নতুন উদ্যোগে জীবন সাজাতে পারি। সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচারের জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি। মানুষ হয়ে অন্য মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়াতে পারি। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছাগুলি শুদ্ধ হোক, মনের জটিলতা কেটে যাক প্রেমময় ঈশ্বরের মহাকৃপা লাভের মধ্যদিয়ে॥

নারী তুমি ধরিত্রী, তুমি সর্বংসহা মহীয়সী

জে আর এ্যাগ্নেস

নারী শব্দটি খুবই ছোট্ট কিন্তু এর ব্যাপকতা বিশাল ও অতুলনীয়া। কেননা নারী একটি জীবনের নাম, নারী একটি অস্তিত্বের নাম। নারী একটি বিশেষ সৌন্দর্যের নাম। তাই নারীকে যে বিশেষণে বিশেষায়িত করা হোক না কেন নারী হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের অপর নাম।

ইংরেজি woman শব্দের প্রতিটি অক্ষরকে যদি আলাদা রূপে বিশ্লেষণ করি দেখব

W=Wise
O=organized
M=mother
A=administrator
N=nation's pride

যদি নারী শব্দটি নিয়ে ভাবি তাহলে প্রথমে আমার মনে আসে নরম, কোমল, শান্তস্নিগ্ধ, সুনিবিড়, সুশৃংখল, সুনির্মল, সর্বংসহা, মায়াময়, মহৎ, মাতৃত্ব, মা, আত্মসংযমী, আত্মবিশ্বাসী অধ্যবসায়ী ব্যক্তিত্বের ধরন বা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত দ্বীপশিখা। যার মাধুর্য বাগানে ফুঁটে থাকা ফুলের সাথে তুলনা করা চলে। ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি যেমন ফুল, সে তার সৌন্দর্য সৌরভ বিলিয়ে দেয় পরার্থে। তেমনি ঈশ্বরের আশ্চর্য সৃষ্টির অপর একটি নাম নারী। আমি বলি নারীর আরও একটি নাম ধরিত্রী, কেননা নারী পৃথিবীর মতোই ধারণ করে। নারী তার সমস্ত স্বত্তাটুকু উজার করে দেয় সবার স্বার্থে।

নারী আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর। নারী আছে বলেই ধরণী নব নব সাজে হয় সজ্জিত। নারীই মুক্তি, নারীই প্রগতি। নারীই মানব জীবনের বেঁচে থাকার একমাত্র উৎস বা অবলম্বন। নারীর যতই সফলতার দিক দিয়ে বলি না কেন নারী শব্দটি ভাবতে আরও একটি বিষয় মনের কানাচে কালো কালির আঁচড় কাটে। যা নারী সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। নারীকে করে অবমাননা। সেই দিকটি ভাবতেই মনে হয় নারী অবহেলা, অবলা, বোঝা, দুঃশ্চরিত্রা, পতিতা, কামিনী, ধর্ষিতা আরো অসংখ্য পৈশাচিক নাম নারীর কাঁধে কলঙ্ক রূপে তুলে দেয়া হয়েছে। যা আদিম অমাবনবেতর অবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত নারী এ কদর্যের কালো ছাপ মুছে ফেলতে পারেনি।

আমি একজন সাধারণ নারী হিসেবে নারীকে একটি বিশেষ সম্মানের বা মর্যাদার চোখে দেখি। যা আমার চোখে মহীয়সী মহামূল্যবান একটি ব্যক্তিত্বের নাম।

গত ৮ মার্চ আমরা উদ্‌যাপন করেছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটি পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে মহা ধামামায় পালিত হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে আজকের দিনে নারীরা তাদের সকল কর্ম থেকে ছুটি পেয়ে তারা তাদের দিনটিকে সুন্দর ভাবে উপভোগ করছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে নারী কতটা মূল্যায়িত? সত্যিই কি এই পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে সমান চোখে দেখে? নাকি আজকের দিনটিকে (বিশ্ব নারী দিবস) শুধুমাত্র নারীদের জন্য একটা ক্ষীণ ব্র্যাকেট দিয়ে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে?

এই পুরুষ শাসিত দুর্লভ সমাজ নারীকে কখনো সম্মানের উচ্চশিখরে বসিয়েছেন, তেমনি কখনো তাকে পড়িয়েছেন বিজয়মাল্য। তাকে করেছেন মহারাণী পড়িয়েছে ডায়মণ্ড ক্রাউন। আবার অবহেলায় অযত্নে তুচ্ছে তাচ্ছিল্যে নারীকে করেছে কলঙ্কিত।

কিন্তু নারীরা কি সমান অধিকার নিয়ে এই সভ্য সমাজের কর্ণধার হতে পেরেছে? নাকি নাকে নোলক, পায়ে ঘুঙ্গুর আর পোশাকের উপর পোশাক পরিয়ে নারী ব্যক্তিত্বের স্খলন করা হয়েছে? নাকি নারী চরিত্রকে কেবলই নীরবে নিভৃতে পুরুষের পদতলে পদদলিত করা হয়েছে?

আমি নারীর সম অধিকার আদায়ের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলার আগ্রহী নই কেননা প্রতি বছর এই দিবসটিকে ঘিরে অসংখ্য কবি লেখকগণ তারা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখে যান কবিতা, গল্প। অসংখ্য জ্ঞানীগুণী বিজ্ঞ মনীষীগণ অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি রেখে যান তাদের কলমে। কিন্তু সেসব মূল্যবান বক্তব্য সময়ের সাথে সাথে ধূলার আঁচড়ে হয়েছে আবৃত। তা কখনো মুখ তুলে আলোয় আলোকিত হবে কিনা সেটাই প্রশ্নাতীত। যদি নারীর ক্ষমতায়ন women's empowerment নিয়ে কথা বলি এখানেও অনেক টানপোড়ন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান প্রগতিশীল জীবনের প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বিশেষ ভাবে ভাবা উচিত। যদি একটি স্বাধীন জাতিকে বিশ্বের দরবারে উন্নত জাতি হিসেবে দাঁড় করাতে চাই তাহলে নারীকে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করে দিতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আগে ভাবতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা গ্রহণ করলে এমন কর্মসূচি এবং নীতি বাস্তবায়নের ফলে গোটা দেশ, ব্যবসা, সম্প্রদায় সকলেই উপকৃত হবে। নারীর ক্ষমতায়ন একটি সমাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কারণ এটি উন্নয়নের জন্য উপলব্ধি। মানবসম্পদের গুণমান এবং পরিমাণ উভয়ই বাড়িয়ে তোলে। ক্ষমতায়ন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেভলপমেন্টকে সম্বোধন করার সময় অন্যতম প্রধান পদ্ধতিগত উদ্বেগ। সুতরাং উন্নয়নের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে নারীর ক্ষমতায়ন অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি।

সাহিত্যের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় অসংখ্য প্রখ্যাত খ্যাতিমান লেখক কবিগণ তাদের কলমে নারী সম্বন্ধে অসাধারণ সব উপমা বা উক্তি তুলে ধরেছেন। তাই "জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম" যিনি নারীকে সমচোখে বিচার করেছেন নির্দ্বিধায় তাঁর লেখনীতে। সেই সুবিখ্যাত উক্তিটি দিয়েই আমার লেখার সমাপ্তি টানছি। তিনি লিখেছেন "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি অর্ধেক তার জানিয়াছে নর অর্ধেক তার নারী"॥

জীবনের দ্বি-মাত্রিক রসনায় "অপেক্ষা"

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

জীবন বরাবরই বিচিত্র এবং বর্ণিল। কতশত রঙে রঙিন। জীবনকে ঘিরে নানা উপলব্ধি। সেই উপলব্ধির ঘোরটোপায় মানুষ সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকে। সকলেই কিসের যেন অপেক্ষা! মানব জীবনে ঝরঝরা মেঘহীন আর নির্মল আবেগের সংজ্ঞায়নের শতভাগ আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে অপেক্ষা। জগতে এই অপেক্ষার শুধু শুরু আছে, কোন শেষ নেই। কারো অপেক্ষা ভালোবাসার মানুষের জন্য। কারো বা পরিবারের সদস্যদের সুস্থতার জন্য। কেউবা অপেক্ষা করছে করোনা থেকে সেরে ওঠার জন্য। আবার কেউবা অপেক্ষা করছে করোনা কাটিয়ে সুন্দর সকাল দেখার জন্য। আবার কারো বা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অপেক্ষায়, কবে আড্ডা দেবে বন্ধুদের সঙ্গে সেই সোনালি ক্যাম্পাসে; এর অপেক্ষায়। তাই অপেক্ষা যেন শেষ হবার নয়। যতই দিন যায় ততই যেন অপেক্ষা দূরে চলে যায়। অপেক্ষা করছি সব ঠিক হয়ে যাওয়ার। প্রিয় মুখগুলোকে দেখার। একসঙ্গে বসে আবার টঙ দোকানে চা খাওয়া হবে কি-না? জানি না, কতটুকু দূরত্ব রেখে কথা বলতে হবে? শুধু অপেক্ষা করছি, সুস্থ সেই পৃথিবীর জন্য। অপেক্ষা দিনবদলের। অপেক্ষা মনবদলের। শুধু মৃত ব্যক্তির জন্য কেউ অপেক্ষা করে না।

রাত অপেক্ষায় থাকে কখন ভোর হবে। তেমনই দিন অপেক্ষায় থাকে কখন সন্ধ্যা নামবে। কেউ থাকে সময়ের অপেক্ষায়। কেউ কারো অপেক্ষায়। এই বুঝি সে এলো। কেউ গন্তব্যে পৌঁছানোর অপেক্ষায়। এভাবে মানুষ সারা জীবন অপেক্ষা করে। হয়তো অপেক্ষার ধরনের ভিন্নতা থাকে। প্রেক্ষাপট অলাদা থাকে। জীবনে কিছু চাওয়া-পাওয়ার অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। এইভাবে, দিন গেল, রাত গেল, ঘুম গেল। অপেক্ষা কারও জন্য কখনও শেষ হয় না। প্রত্যেকে অপেক্ষারত। অন্যদিকে অনেক অপেক্ষার পর কোন কিছু পাওয়াটা কতই না সৌভাগ্যের। যারা এ দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে তারা সেই সুন্দর একটি স্বাধীন ভোরের অপেক্ষায় নয় মাসব্যাপী লড়াই করেছে। অবশেষে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। মানুষ অপেক্ষা করে। কখনও কখনও সেই অপেক্ষা নিজের কাছে একান্ত গোপনে থাকে। কখনো কোন মানুষ, কোন অনুষঙ্গ, এমনকি কখনও বিশেষ কোনো স্মৃতি প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকে মানুষ। অপেক্ষাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় বিবর্তনের ধারায় রূপান্তর ঘটেছে জগতের। এই বিবর্তন ধারায় অপেক্ষার পালা বদল হয়েছে। বলা যায় অপেক্ষা হাত ধরেই যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পথচলা। একই ভাবে মানব জীবনে অজস্র অপেক্ষার শেষে জীবনের পূর্ণতা পাবার আশা জেগে থাকে। কিন্তু এক জীবনে সব অপেক্ষার পালা শেষ হয় না। এমন অনেক অপেক্ষা অব্যক্ত থেকে যায়। যা অপ্রকাশিত থাকে। তাই আমরা মহাকালের যাত্রায় অপেক্ষা করে থাকি। এই বুঝি অপেক্ষার দিন শেষ হলো। আসলেই মানব জীবনের অপেক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবন মানে অপেক্ষা। এক অনন্ত, চলমান ও ক্ষয়হীন অপেক্ষা। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকে শুধুই অপেক্ষা। জন্মের পূর্বেই জন্মের জন্য অপেক্ষা। জন্মের পরে পূর্ণতা পাওয়ার অপেক্ষা। অপেক্ষা থাকে কত স্বপ্ন-ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের। অপেক্ষা থাকে কত না পাওয়ার। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার। আর জন্মের মুহূর্ত থেকেই তো এক মহাপ্রতীক্ষা থাকেই প্রতিটি জীবনের মৃত্যুর প্রতীক্ষা। যেন জীবন কেনো কবির সৃষ্টি করা কাব্য। যার শেষ ছন্দ থাকে মিলে যাওয়ার অপেক্ষায়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমরা অপেক্ষায় বেঁচে থাকি। অপেক্ষা শেষ হলে মারা যাই। অপেক্ষা আছে বলেই জীবনটা এত সুন্দর।

মানুষের জীবনের ঘটনাসমূহ ও প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানুষ ও প্রকৃতি মেলবন্ধন। এ মেলবন্ধন যেন অবিচ্ছেদ্য। পৃথিবী যেমন গোল। ঘুরে চক্রাকারে। তেমনি মানুষের জীবনযাত্রার অভিসার ঘুরে ফিরে আসে অপেক্ষার পালাবদলে। এটাই নিয়ম জগৎজুড়ে। তাই অপেক্ষা কখনো সুখের, আবার কখনো বেদনার। কিন্তু জীবজগতের প্রতিটি জীবকে অপেক্ষা করতে হয়। হোক সেটা সুখের কিংবা বেদনার। ছোট্ট পিপীলিকা (সূক্ষ্ম চিনি দানা পাওয়ার পর, উৎস থেকে গন্তব্যে ফেরার অপেক্ষা) থেকে শুরু করে বৃহৎ হাতি (ক্ষুধা নিবারণ করার নিমিত্তে খাবার পাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা) সবাইকে অপেক্ষা করতে হয়। একই ভাবে আমাদের জীবনে অপেক্ষা নিত্যদিনের সঙ্গী। তাই বলা হয় অপেক্ষা অক্ষর যুগলের মধ্যেই নাকি লুকিয়ে আছে তার মাহাত্ম্য। ছোটবেলায় আমরা খেজুর পাতার পাটিতে পড়ালেখা করতাম। পড়ার টেবিল ছিল মাত্র একটা। প্রথমত সেটা বড় বোন ব্যবহার করেছে। এরপর বড় ভাইয়ের পালা আসলো। তারপর আমার পালা। তাই অপেক্ষায় ছিলাম বড় ভাই-বোনের মেট্রিকের পরে পড়ার টেবিলটা আমার হবে। নিজস্ব একটা ব্যাপার। তখন আর বইখাতা নিয়ে টানাটানি করতে হবে না। এরপর অপেক্ষায় ছিলাম কবে স্কুলের গণ্ডি পেড়িয়ে কলেজে যাবো। কেননা তখন একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল কলেজে উঠলে রাজা বনে গেলাম। যারা কলেজে পড়ত তাদের দেখতাম শুধু একটা খাতা প্যান্টে গুজে কলেজে যাচ্ছে। আর আমরা স্কুলে একগাদা বই বয়ে বেড়াতাম। অথচ এভাবেই অপেক্ষার পর অপেক্ষায় থেকেছি- নতুন ধাপে যাওয়ার। নতুন কিছুর স্বাধ নেবার। এ রকম কত ছোট ছোট অপেক্ষা-ধ্বনির ভেতর দিয়েই জীবন গড়িয়ে যায়। এক সময় অপেক্ষায় ছিলাম আর ভাবতাম কবে বড় হবো। কেননা ছোটদের অনেক কিছুতেই বাঁধা-নিষেধ আরোপ করা হয়।

অপেক্ষায় থাকা কষ্টের। ধৈর্য্যের পরীক্ষা। ক্ষেত্রবিশেষে বিরক্তিকরও বটে। কিন্তু কোন কোন সময় অপেক্ষার সময়টা আসলেই উপভোগ্যের। কেননা অপেক্ষার পালার সাথে সাথে ওই বিষয়ের অভিব্যক্তিটা দারুণ ভাবে মিশে থাকে। তাই অপেক্ষার পালা ফুড়ালে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, বস্তু কিংবা উপলক্ষ্য যেটাই হোক না কেন তার আবেদনে ভাটা পড়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, অপেক্ষার চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই আবার অপেক্ষার চেয়ে সুখের আর কিছু নেই। তাই মানুষের জীবন অপেক্ষমান। অপেক্ষা করতে করতে দিন ফুড়ায়ে রাত আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই লিখেছিলেন, ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে। কাঁদে তখন আকুল-মন, কাঁপে তরাসে। অন্যদিকে বেঞ্জামিন ডিজরেইলি বলেছেন, যে অপেক্ষা করতে জানে তার কাছে সবকিছু আসে। আর এজন্যই মনে হয় বলা হয়, সবুরে মেওয়া ফলে। কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ বলেছেন, অপেক্ষা হচ্ছে সুদ্ধতম ভালোবাসার প্রতীক। সবাই ভালোবাসি বলতে পারে। কিন্তু সবাই অপেক্ষা করে সেই ভালোবাসা প্রমাণ করতে পারে না।

জন্মের পরে মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। অর্থাৎ অপেক্ষা সঙ্গী করে মানুষ পাড়ি দেয় জীবন নদী। জীবন সায়াহ্নেও যেন ফুরায় না অপেক্ষার প্রহর। কেননা অপেক্ষাই তো আমাদের জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বারুদ। অপেক্ষা হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার টনিক। মানুষ কিসের অপেক্ষা করে! কেউ প্রিয়জনের, কেউ সম্পদের, কেউ বা ক্ষমতার অপেক্ষায় ঘোরে। মানব জীবন এক অনিশ্চিত অপেক্ষমান পথযাত্রা। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে। অপেক্ষা আছে বলেই জীবনটা এত সুন্দর। এই অপেক্ষা করার গুণটা সবার মধ্যে থাকে না। অপেক্ষা অনেকেই সহ্য করতে পারে না। অনেকেই হয়ে পরে অধৈর্য্য। অনেকেই বলে অপেক্ষা মৃত্যু চেয়ে কঠিন। অপেক্ষা মানেই না বলা অনেক কথা। অপেক্ষা মানেই নীরবতা। অপেক্ষা মানেই নিষ্পাপতার চিহ্ন। তাই রফিক আজাদ বলেছেন, এমন অনেক দিন গেছে আমি অধীর অপেক্ষায় থেকেছি, হেমন্তের পাতা-ঝরার শব্দ শুনবো বলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছি বনভূমিতে। মানুষের জীবন অপেক্ষার যোগফল।

তথ্যসূত্র

১. https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/তিন-অক্ষরের-অপেক্ষা
২. https://www.kaliokalam.com/হুমায়ূন-আহমেদের-কথা॥

প্রেমসাগ্নিক

বনবিথির কবি

ঝিনুকের সিংহাসনে বসানো রত্নটি নিয়ে একটি ছেলে দৌঁড়াতে শুরু করে। ফার্মগেট থেকে মহাখালীর রাস্তা ধরে যাচ্ছে সে। আমি দেখা মাত্রই পিছু নিলাম। ভাবলাম ওভার ব্রিজে উঠে লাফিয়ে ছেলেটির সামনে গিয়ে ধরবো। যখন ব্রিজ থেকে লাফ দিলাম তখন বুঝতে পারলাম আমি কোন ব্রিজ থেকে লাফ দেইনি বরং আমার ডান পা কোলবালিস থেকে পড়ে গেছে। শেষ রাতের ঘুম বেশ তীব্র হয়ে থাকে। তাই এই ঘটনাটি বুঝতে বেশ সময় খোয়াতে হয়েছে। কখনো কখনো বলতে শোনা যায় মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও কাজে যা কিছু করে তারই আংশিক স্বপ্নে বিচরণ করে। ঢাকা শহরের শরীরে দেখার মত যা কিছু আছে তার মধ্যে বিজয় স্মরণী'র 'রত্নদ্বীপ' একটি। অবকাশ পেলে আমি সেখানে গিয়ে তার রূপ চুরি করতে কখনো কৃপণতা করিনি। কিছু সময় বাদে সূর্য্যিমামা নিটোল হাসি দিয়ে স্থান দখল করে নিবে পূর্ব আকাশে। একটু বেশি শীত। কম্বলটি বেশ করে জড়িয়ে কিছু সময় শুয়ে থেকেও উঠে পড়ি অফিসে যাওয়ার জন্য। অফিস শেষে ফেরার পথে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুখখানি প্রেমিক-প্রেমিকার উৎসবের জন্যই বরাদ্দ। এই মুখখানি দেখে বহুদিন পর অনুভব করলাম আমি একা। একজোড়া পা-ই আমাকে ঘরে তুলে নিল বিষন্নসন্ধ্যা পান করে। এতো ব্যস্ততার পর যখন একটু একা কফি হাতে ছোট্ট বেলকনীতে, তখন নিঃসঙ্গতার রাগিনীর সুর শুনি খুব গোপনে। স্মৃতির বিষন্ন দাঁত যে এতো ধারালো তা কে জানতো? না চাইলেও আমার পা স্মৃতির ঘাটে ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। ভালোবেসে ক'জন সুখী হয়? এটা কি শুধু কাছে পাওয়া নাকি পেয়েও গ্রহণ না করা? এ খেলা কি শুধু জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো নাকি জীবনকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করা। হারানো শব্দটি জীবনে আছে বলেই কি মানুষ সুখের গুদামে হানা দিতে চায়, নাকি.....। না আমি আর হানা দেব না সুখের জন্য। সুখের উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে দুঃখের অপেক্ষা না করলেও সে আমার পিছু নেবেই। আমি অস্বীকার করছি না ভালোবাসিনি, বেসেছিলাম। তখন মনে করতাম যেন একটি ব্যাসের দুটি ব্যাসার্ধ আমরা। তাই ভাবনার আইল কেটে তার প্রতিদানে পেয়েছিলাম ঘৃণা। পরিকল্পিতভাবে এবং আরো বেশি যত্নের প্রয়াস দেখিয়ে শ্যাম অন্যের হয়েছে। জানিনা সে কতটুকু সুখী হয়েছে। শ্যাম আমার জীবন থেকে গত হওয়ার পর আর খোঁজার চেষ্টা করিনি। কারণ যার এতো বছর আমার বুকে সাঁতার কেটেও নোঙ্গর ফেলার ইচ্ছা জাগেনি তাকে কি করে আমার করে বেঁধে রাখবো। যে যাবার সে আজ না গেলেও কাল, কোন একদিন যাবেই। যে থাকার সে হারিয়ে গেলেও খুঁজবে তার আপন আশ্রয়। ঘরের টান ও মায়ার বান এ দুটিই যেন নিজেকে জানতে সাহায্য করে। 'এক' এবং 'একা' শব্দগুলো ভীষণ ভয়ঙ্কর। এ বাস্তবতায় মনে পড়ছে বিখ্যাত এক কবি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে লিখেছিলেন, "বিষিত হৃদয়ের পরও দেহ রয়, ঝরে যায় প্রেম"। বিরহের গায়ে জীবন মন্থন করলেও তুমি আর ফিরবেনা। আমার স্বপ্নগুলো একটি একটি করে ঝরতে থাকে। বেলকনীর গ্রীল ছুঁয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় কফির ধোঁয়া। মিলিয়ে যায় পথে পথে মানুষের পায়ের ছন্দ। কেবল জেগে থাকে একান্ত কাছের, নির্ধারিত স্মৃতি আর আমি॥

তপস্যাকালে ভালবাসা, দয়া ও সেবা..., (৮ পৃষ্ঠার পর)

ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অক্ষরজ্ঞানহীন, উচ্চ পেশা-ছোট পেশা ইত্যাদি বিভাজন ভুলে পারস্পরিক ভালবাসার সেতুবন্ধন গড়ে তোলা।

- তপস্যাকালে সাধ্য অনুযায়ী দয়া, মমতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দরিদ্র ও অভাবী ভাই-বোনের সেবায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হব। দান করার মানসিকতা লালন করব; স্বার্থপরতা পরিহার করবো, ত্যাগের মনোভাব গড়ে তুলবো।
- অন্যায়-অন্যায্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব। শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলবো।
- দয়া, মায়া, ভালবাসা, ন্যায্যতা, শান্তি, ক্ষমা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলো অনুশীলনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মিলন-সমাজ গঠনে সচেষ্ট থাকব।
- বিনয়ী ও নম্র আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জনে সচেষ্ট হব।

উপসংহারঃ

আমাদের কৃত পাপ, অন্যায়, অপরাধ, অন্যায্যতা, মন্দতা, ছল-চাতুরী, শঠতা, দুর্ব্যবহার-ইত্যাদি সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য থেকে দূরে রাখার দেয়াল তৈরী করে। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে ধর্মানুরাগী হওয়া, পাপ-অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করা, অনুতপ্ত হওয়া, আত্মগ্লানি বা আত্মমূল্যায়ন করার সুযোগ এনে দেয় এই তপস্যাকাল। পাপবোধ, অন্যায়বোধ, অপরাধবোধ সদা জাগ্রত থাকলে কোন অন্যায় কাজ বা অনৈতিক, অবৈধ, অসামাজিক কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারব। ''ঈশ্বরভীতি জ্ঞানের আরম্ভ'' *(হিতোপদেশ: ১: ৭)*। ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্বদা মনে রাখা। আমি একটি খারাপ কাজ করব, মনে রাখতে হবে মানুষে না দেখলেও ঈশ্বরতো দেখছেন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে,'' Crime never goes unpunished''. অর্থাৎ কোন অপরাধ করলে শাস্তি এড়িয়ে যাওয়া যায় না, শাস্তি পেতে হয়। আশরাফ হোসেন কামাল স্ত্রীকে খুন করে ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম ধারণ করেও ১৭ বছর পর গ্রেপ্তার হয়েছে *(তথ্য সূত্র: আমাদের সময় ১৯ ফেব্রুয়ারি,২০২২ খ্রি:)*। কথায় বলে পাপে ছাড়ে না বাপেরেও। মানুষকে মর্যাদা দিতে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতে বিনয়ী ও বিনম্র হওয়া একান্ত দরকার। তাই তপস্যাকালে পোপ মহোদয়ের বাণী ''আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনো ক্লান্তি না মানি! কেননা, আমাদের কাজে যদি শিথিলতা না আসে, তা হলে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক ফসলই পাবই। তাই বলি, এসো যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, আমরা বরং সবার মঙ্গল করতেই চেষ্টা করি''। *(গালাতীয় ৬:৯-১০)* এর আলোকে সব শ্রেণির মানুষকে যথাযথ সম্মানের চোখে দেখব, মর্যাদা দিয়ে কথা বলব, দরদমাখা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখব, অবহেলিত ভাই-বোনদের প্রতি ভালবাসা, দয়া ও সেবার কাজ করতে ত্যাগস্বীকার করতে ও সময় দিতে হয়। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দয়া ও সেবার কাজ করলে সমাজে সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা পাওয়া যায়। অর্থ-সম্পদ থাকলেও দয়া ও সেবার কাজ না করলে মানুষ তাকে সম্মান বা শ্রদ্ধা করে না বরং বলে কিপটা বা কৃপণ। এরূপ বিত্তশালীরা মনের গহীনে লালন করে গরিমা ও দাম্ভিকতা, দরিদ্রদের প্রতি বা সমাজের প্রতি থাকে না দায়বদ্ধতা; তাদের বিবেক যেন নীরব। মানুষের মধ্যে অনেক রকমের লোভ থাকে, তারমধ্যে ক্ষমতার লোভ, অন্যের ধন-সম্পদ, জমি-জমা দখলের লোভ, অন্যের রাজ্য বা দেশ দখলের লোভ অন্যতম। ক্ষমতার অপ ব্যবহার না করে অন্যের বা সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা উচিত। পৃথিবী থেকে করোনা ভাইরাস পুরাপুরি নির্মূল হয়নি। করোনার তাণ্ডবের চাইতে ভয়াবহ আমাদের অহংকার, হিংসা, লোভ, পাপ, অন্যায়। তপস্যাকালে সৃষ্টিকর্তার নিকট পাপ, অন্যায়-অপরাধের ক্ষমা যাচ্না করি। ভালবাসা, দয়া ও সেবা কাজ মিলনবান্ধব ও ন্যায্য সমাজ গঠনের হাতছানি। তাই আসুন ভালবাসা, দয়া ও সেবা দিয়ে মর্যাদাপূর্ণ ন্যায্য ও মিলনবান্ধব সমাজ গঠনে সচেষ্ট হই-তপস্যাকালে এটাই হউক আমাদের কামনা। কবিতার ছন্দে বলতে হয়,

"সম্পর্কের ক্ষত সারিয়ে তুলব, শান্তি ও মিলন-সমাজ গড়ব"।

কে চালাক শিয়াল না মোরগ

শান্তি কস্তা

গ্রামের নাম চন্দনপুর। সেই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি নদী। নদীর নাম ধবলা। চন্দনপুর গ্রামের চারিদিকে ছিল অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিকে গাছ-পালা ঘেরা সুন্দর মনোরম পরিবেশ। গাছে গাছে পাখির কলরব। সেই গ্রামের মানুষেরা আনন্দে ও সুখে দিন কাটাত। তাদের গোয়াল ভরা গরু, মাঠ ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ ছিল। প্রত্যেকের বাড়িতে হাঁস, মুরগি ও গরু-ছাগল ছিল। কৃষকেরা সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ক্লাব ঘরে এসে গ্রামের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কাজের আলাপ আলোচনা করত। এইভাবে তাদের জীবন চলে যাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ সেই গ্রামে দেখা দিল একটি সমস্যা। গ্রামের ভিতরে আসল একটি শিয়াল। গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে পালত মুরগি। শিয়ালের লোভ ছিল মুরগির প্রতি। শিয়াল মুরগি খাওয়ার লোভে ধানের ক্ষেতে যেত, মুরগি সেখানে ধান খেতে যেত। সেই সময় শিয়াল একটা করে ধরে মুরগি নিয়ে চলে যেত। এইভাবে দিন যায়, মুরগি কমতে থাকে। গ্রামের মানুষেরা শিয়ালকে আর খুঁজে পায় না। গ্রামের মানুষেরা খুবই চিন্তিত। কিভাবে শিয়ালকে খুঁজে পাবে তারা? গ্রামের প্রায় বাড়ির মুরগি শেষ। আবার সন্ধ্যায় ক্লাব ঘরে এসে সবাই বসল। অনেক আলাপ আলোচনা হলো, কোন সমাধান হলো না। শিয়াল সবার বাড়ির মুরগি খেয়ে প্রায় শেষ। শুধু একটি বাড়িতে মোরগ-মুরগি ও একটি বাচ্চা ছিল। মোরগ চিন্তা করল, শিয়াল আমাদের সবাইকে খেয়ে শেষ করল। আমরা শুধু তিনজন আছি। মোরগ ও মুরগি চিন্তা করল শিয়ালকে কিভাবে বোকা বানানো যায়। শিয়াল খুব চালাক কিন্তু বোকা। মোরগ ও মুরগি চিন্তা করার পর একটা উপায় পেল। তারা আলাপ করল শিয়াল যখন আসবে তাদের খাওয়ার জন্য তখন তারা দুই পা উপর করবে। যেই কথা সেইকাজ। দুইদিন পর আবার শিয়াল আসল তাদের খাওয়ার জন্য, তিন মুরগি কাছে এগিয়ে গিয়ে দুই পা উপুর করল। শিয়াল চিন্তা করল নিশ্চয় ওদের কোন কথা আছে। শিয়াল থামল ও চিন্তা করল, দেখি কি বলে। শিয়াল কাছে আসল ও বলল, কি কথা? মোরগ তখন বলল, শিয়াল মামা, এত কষ্ট করে এসে আমাদের খাওয়ার দরকার নাই। আমরা তোমার গর্তের কাছে যাব তখন তুমি আমাদের খাবে। শিয়াল মহাখুশি, আমার আর কষ্ট করে আসতে হবে না শিয়াল আনন্দে চলে গেল তার গর্তের ভিতরে। মোরগ-মুরগি দেখে এলো গর্ত। পরের দিন প্রায় দুপুর ঘনিয়ে এলো মোরগ মুরগি যাচ্ছেনা শিয়ালের গর্তের কাছে। শিয়ালের খুব রাগ হলো। কিছুক্ষণ পর শিয়াল দেখতে পেল ওরা তার গর্তের কাছে আসছে। শিয়াল খুব খুশি, আমার কষ্ট করে যেতে হয়নি। এ দিকে মোরগ মুরগি বুদ্ধি করল, শিয়াল যখন গর্ত থেকে বের হবে তখনই দুই চোখের মধ্যে ঠোকর দিয়ে চোখ অন্ধ করে দিবে। কথামত তাই করল, গর্তের কাছে যাওয়ার পর শিয়াল মুখ বের করল অমনি মোরগ-মুরগি শিয়ালের চোখে ঠোকর দিয়ে অন্ধ করে দিল। শিয়াল চলে গেল গর্তের ভিতরে। মোরগ মুরগি যখন কক্কর কক্ক করতে লাগল তখন গ্রামের মানুষ সব ছুটে এলো। মোরগ-মুরগির পিছনে ছুটল তারা। গর্ত খুঁড়ে শিয়ালকে দেখতে পেল এবং মেরে ফেলল। যে যত বেশী চালাক সে তত বেশী বোকা। সেই চন্দনপুর গ্রাম আবার মোরগ-মুরগিতে ভরে গেল। গ্রামের মানুষেরা আনন্দ ফুর্তিতে জীবন কাটাতে লাগল। কাউকে ছোট করতে নেই। বুদ্ধি বলেই নিজেকে বাঁচানো যায়॥

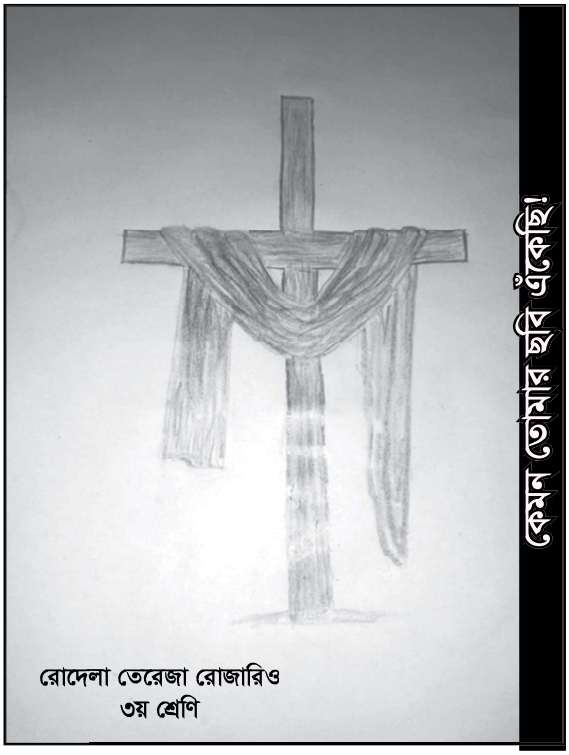

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

রোদেলা তেরেজা রোজারিও
৩য় শ্রেণি

একটি শিশুর আর্তনাদ

চন্দন রুগা

শুনছো দাদা, তোমার কি একটু সময় হবে?
আমাকে কেউ সময় দিতে চায়না
আমার সাথে কেউ গল্প করেনা,
মা-বাবা; দুজনই খুব ব্যস্ত মানুষ
দু'জনই চাকরি-জীবী তো,
আমার জন্য তাদের একটুও সময় নেই।
বুঝছো দাদা, আমার খুব কষ্ট...
আমি কারো কাছে মনের কথাগুলো
বলতে পারিনা,
কেউ নেই আমার কথা শোনার
সারাদিন বাসায় একা পড়ে থাকি।
মাকে ফোন করলে বলে,
"বাবু, আমি খুব ব্যস্ত আছি।"
বাবা বলে,"আমি এখন অফিসে
আছি।"
বলি কি দাদা, একা একা আর
ভাল লাগেনা...
আমার অনেক খেলার জিনিস
আছে,
ঘরে টেলিভিশন আছে,
কিন্তু আমাকে সময়
দেওয়ার মত কেও নেই।
জানো দাদা,আমার মা-বাবা
থেকেও নেই
আমার দুঃখ-সুখের সহভাগি কেউ
নেই।
আমি অনেক দূরে চলে যাব
যেখানে আমাকে আর কেউ খুঁজে
পাবেনা,
এই ব্যস্তময় পৃথিবীতে কেউ
আমাকে ভালোবাসেনা।

আলোচিত সংবাদ

সমঝোতার কাছাকাছি 'মস্কো-কিয়েভ' !! তুর্কী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত কাভুসোগলু বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছেছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। এখন পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে সেটি থেকে পিছিয়ে না গেলে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতির বিষয়ে তিনি আশাবাদী। রবিবার প্রকাশিত এক সাক্ষাতকারে নিজের এমন আশাবাদের কথা জানিয়েছেন তিনি। খবর - বিবিসি ও এএফপি।

হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসায় - চিরনিদ্রায় শায়িত সাবেক রাষ্ট্রপতি 'সাহাবুদ্দিন আহমদ'

গভীর শোক, বিনম্র শ্রদ্ধা এবং হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসায় চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সাবেক প্রধান বিচারপতি 'সাহাবুদ্দিন আহামদ'। দুই দফা জানাজা শেষে রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে স্ত্রীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। রবিবার সকাল ১০ টা ২৫ মিনিটে সুপ্রীমকোর্ট প্রাঙ্গণে জাতীয় ঈদগাহে দ্বিতীয় জানাজার আগে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেন, বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের বিচারাঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এখন থেকে ৫০, ১০০ বছর পরেও বিচারপ্রার্থী জনগণ তার রায়ের সুফল পাবেন। শনিবার সকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সাবেক প্রধান বিচারপতি 'সাহাবুদ্দিন আহমদ' ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ৯২ বছর বয়সী সাবেক এই রাষ্ট্রপতি, কয়েক বছর যাবত বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি 'সাহাবুদ্দিন আহমদ' ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে এরশাদ সরকারের পতনের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান ছিলেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তাকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ১৪ নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অবসর নেন। এদিকে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সাবেক প্রধান বিচারপতি 'সাহাবুদ্দিন আহমদ'-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০ মার্চ কোর্টের উভয় বিভাগের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে, এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় উভয় বিভাগের ২০ তারিখের কজলিস্টে উল্লেখিত মামলাসমূহ ২১ মার্চ শুনানির জন্য গ্রহণ করা হবে।

রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতাকে 'গণহত্যা' বলে স্বীকৃতি যুক্তরাষ্ট্রের

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর চালানো নিপীড়নকে প্রথমবারের মতো 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এক মার্কিন কর্মকর্তা সিএনএন-কে দেয়া সাক্ষাতকারে এ তথ্য জানিয়েছেন। মার্কিন কর্মকর্তা জানান, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘঠনের প্রমাণ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল সোমবার ওয়াশিংটন ডিসি-র ইউএস হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে এক অনুষ্ঠানে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এই অনুষ্ঠানিক অবস্থানের ঘোষণা দেওয়ার কথা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্টনি ব্লিনকেনের। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গনহত্যার বিষয়ে বাইডেন প্রশাসন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে-এই খবর প্রকাশ করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারের দক্ষিণপশ্চিমে মুসলিম সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর ব্যাপক দমনপীড়ন শুরু হলে প্রায় ১০ লাখ মানুষ সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ঐ ঘটনায় মিয়ানমারের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনার প্রস্তাব করে জাতিসংঘ। ২০১৮ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, মিয়ানমারের উত্তরের রাখাইন রাজ্যে ভয়ানকভাবে, বিস্তৃতভাবে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং রোহিঙ্গাদের আবাস থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত হিসেবে মিয়নমারের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা মিন অং হ্লায়িং সহ কয়েক জন সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এবার কমলো পাম অয়েলের দাম

ভ্যাট প্রত্যাহারের সুবিধা কার্যকর করতে এবার ৩ টাকা কমিয়ে প্রতি লিটার পামঅয়েলের দাম ১৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ; আগের নির্ধারিত দাম ছিল ১৩৩ টাকা । তবে বাজারে এখনও সরকারের নির্ধারিত চেয়ে বেশি মূল্যে ভোজ্যতেল বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে ভোক্তাদের। তাদের মতে, দাম নির্ধারণ করে দিয়ে বসে থাকলেই হবে না, ভ্যাট সুবিধা কার্যকর করতে হলে আরও জোরেশোরে বাজারে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নতুন দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক এএইচএম সফিকুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, নতুন দাম কার্যকর করতে ব্যবসায়ীদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সরকারি নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি হলে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী এতদিন পাম তেলের লিটার প্রতি খুচরা মূল্য ছিল ১৩৩ টাকা, সেটা ২২ মার্চ থেকে ১৩০ টাকায় বিক্রি হবে। গত রবিবার মিল মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বোতলজাত সয়াবিন তেলের খুচরা মূল্য প্রতি লিটার ১৬৮ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬০ টাকা নির্ধারণ করে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। ৫ লিটারের বোতলের দাম নির্ধারণ করা হয় ৭৬০ টাকা, যা এতদিন ৭৯৫ টাকা ছিল। আর খোলা সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয় প্রতি লিটার ১৩৬ টাকা, যা এতদিন ১৮৩ টাকা নির্ধারিত ছিল। ঐ বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ জানা, নতুন এই মূল্য আগামী ঈদ-উল-ফিতর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে ; দু-এক দিনের মধ্যে পম তেলের দামও ঠিক করে দেয়া হবে।

রাজধানীর আরও ৩ নতুন রুটে নামছে ২২৫ বাস

ঢাকা নগর পরিবহনের মতো রাজধানীতে আরও নতুন ৩ টি রুটে ২২৫ টি বাস নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস রুট রেগুলাইজেশন কমিটি। এ বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সব কাজ আগামী ৯০ দিনের মধ্যে শেষ হবে। মঙ্গলবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে কমিটির ২২ তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভা শেষে বাস রুট রেগুলাইজেশন কমিটির আহ্বায়ক ওডিসিসি-এর মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস সাংবাদিকদের বলেন, নতুন ৩ টি রুটের মধ্যে ২২ নম্বর রুটে ৫০টি, ২৩ নম্বর রুটে ১০০টি ও ২৬ নম্বর রুটে ৭৫টি বাস মিলিয়ে নতুন করে ২২৫টি বাস নামানো হবে। উল্লেখিত ২২ নম্বর রুটের আওতায় রয়েছে ঘাটারচর থেকে বসিলা, মোহাম্মদপুর টাউন হল, ফার্মগেট, কাওরানবাজার, শাহাবাগ হয়ে সুলতানা কামাল সেতু পর্যন্ত। ২৩ নম্বর রুটের আওতায় থাকছে বসিলা থেকে মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ, শ্যামলী, কল্যাণপুর হয়ে কাঁচপুর পর্যন্ত ; আর ২৬ নম্বর রুট ধরা হয়েছে ঘটারচর থেকে পলাশী মোড়, পান্তগোলা হযে কদমতলী পর্যন্ত। সভা শেষে বাস রুট রেগুলাইজেশন কমিটির সদস্য ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, নতুন ৩ টি রুটে বাস নামানোর অংশ হিসেবে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে বাসগুলো চুড়ান্ত করতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, যাত্রীছাউনি নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে তারা এগুচ্ছেন ; এসব কাজ শেষ হলে দিন-তারিখ ঠিক করে ৩ রুটে নতুন ২৫০ টি বাস নামানো হবে (পূর্বে ২৬/১২/২০২১ ইং তারিখে নগর পরিবহন নামে ৫০ টি বাস নিয়ে ঘাটারচর-কাঁচপুর রুটে পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়)।

- **তথ্যসূত্র :** দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগ্রাসন অমানবিক ও অপবিত্রকর - পোপ ফ্রান্সিস

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

৪ সপ্তাহ হতে চললো ইউক্রেনে রাশিয়ার সহিংস আগ্রাসন ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। নৃশংস পাশবিক এ আক্রমন বন্ধ করতে গত রবিবার (২০/৩) পোপ ফ্রান্সিস আবারো তার বিশেষ অনুরোধ রেখে তাঁর উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সহিংস আগ্রাসন থামছে না, প্রতিদিনই এখানে নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং গণহত্যা বাড়ছে। যার কোন যৌক্তিকতা নেই। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত সকলকে এই ঘৃণ্য যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সত্যিকারভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবার জন্য আমি অনুরোধ করছি। পোপ মহোদয়ের এই আবেদন এসেছে গত রবিবারে সাধু পিতরের স্কয়ারে তীর্থযাত্রীদের সাথে প্রার্থনার সময়ে।

নিরীহদের হত্যা: বয়স্ক, শিশু ও গর্ভবতী মা সহ নিরীহ লোকদের হত্যা করা হচ্ছে জেনে পোপ মহোদয় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এ কাজ অমানবিক। প্রকৃতপক্ষে, এটি অপবিত্রকরও বটে কেননা তা মানব জীবনের বিশেষ করে প্রতিরক্ষাহীন মানুষদের জীবনের পবিত্রতা ভুলুণ্ঠিত করে। কিন্তু মানব জীবনের এ পবিত্রতা অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে ও সম্মান জানাতে হবে। যে কোন ট্র্যাজেডির সময়ও তা বহাল রাখতে হবে। আমরা যেন ভুলে না যাই নিরীহ মানুষদের হত্যা অমানবিক ও অপবিত্র নিষ্ঠুরতা। ইউক্রেন থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তি ও শিশুরা যারা বাম্বিনো যেজু পেডিয়াট্রিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে গত শনিবারে (১৯/৩) পোপ মহোদয় তা পরিদর্শনে গিয়ে কয়েকজন শিশুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি দেখতে পান, একজন শিশুর হাত নেই; আরেকজনের মাথা ক্ষত-বিক্ষত - এসকল নিষ্পাপ শিশুদের দেখে তিনি গভীর বেদনার্ত হয়ে পড়েন। যুদ্ধের কারণে অনেক পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; অনেক শিশু ও বয়স্ক-অসুস্থ ব্যক্তিরা বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চিকিৎসা সহায়তা না পেয়ে মারা যাচ্ছে।

উদ্বাস্তুদের দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য স্বাগত: মিলিয়ন মিলিয়ন ইউক্রেনীয় জনগণ পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন দেশে ঢুকে পড়ছে। পোপ ইউরোপীয়ানদের সবিশেষ অনুরোধ করছেন এ ধরনের শহীদদের কাছাকাছি থাকতে এবং আন্তরিকতা ও উদারতার সাথে তাদেরকে গ্রহণ করতে। তিনি আরো বলেন, ইউক্রেনীয় উদ্বাস্তুরা অবশ্যই সামনের সময়গুলোতেও গ্রহণীয় হবেন ও সহায়তা পাবেন। তাদেরকে শুধু একবার গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হবো না বা ভুলে যাবো না। যারা পালিয়ে এসেছে তাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু; যাদের কোন কাজ নেই। তাই তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে।

কাথলিক সেবাদানকারীদের নৈকট্য: এ ভীষণ যুদ্ধের সময়েও যে সকল কাথলিক বিশপ ও পুরোহিত ইউক্রেনে থেকে সেবা কাজ করে চলেছেন পোপ ফ্রান্সিস তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। সম্প্রতি তিনি তাদের কারো কারো সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন। ইউক্রেনে অ্যাপস্টলিক ন্যুনসিও আর্চবিশপ ভিসভালদাস কুলবোকাস মহোদয়কে তিনি বিশেষ ধন্যবাদ জানান ইউক্রেনীয় শহীদদের কাছে পোপ মহোদয়ের নৈকট্য তুলে ধরার জন্য।

ইতোমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভালোদিমার জেলেনস্কির সাথে পোপ মহোদয়ের দুইবার টেলিফোনে কথা হয়েছে।

রাশিয়া ও ইউক্রেনকে নির্মল হৃদয় মারীয়ার কাছে উৎসর্গ করে ২৫ মার্চ, শুক্রবার পোপ মহোদয় বিশেষ প্রার্থনায় সকল খ্রিস্টানদেরকে অংশ নিতে আহ্বান করেন। শান্তির রাণী মা মারীয়া, শান্তি আনয়নে সকলকে সহায়তা করুন॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:

ডাকঘর : জোনাইল, উপজেলা : বড়াইগ্রাম, জেলা : নাটোর, বাংলাদেশ

রেজি : নং ৭০/৬৮, সংশোধিত রেজি: নং ০২/০৬, মোবাইল ঃ ০১৭১২-৪৬৯৮৯৮

সূত্র নং: JCACCUL/Sc/(146) 2020-2021 তারিখ : ১৬/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
অর্থ বছর : ২০২০-২০২১

এতদ্বারা জোনাইল খ্রীষ্টান এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যা/সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ৫৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৯ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ৯টার সময় বোর্ণী মারিয়াবাদ ধর্মপল্লীর ফাদার এ কান্তন মিলনায়তনের সামনের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকল সদস্যদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- সকাল ৭.৩০মিনিট হতে সকাল ৯টা পর্যন্ত খাদ্য কুপন, কোরাম পূর্তির কুপন বিতরণ ও নিবন্ধন।
- সকাল ৯টা হতে ১১টা পর্যন্ত শুধুমাত্র খাদ্য কুপন দেওয়া হবে।

ধন্যবাদান্তে,

সিলভানুস পরিমল কস্তা
সেক্রেটারী
জো.খ্রী.এগ্রি.কো-অপা.ক্রে.ইউ.লি.

অসীম মাইকেল দেশাই
চেয়ারম্যান
জো.খ্রী.এগ্রি.কো-অপা.ক্রে.ইউ.লি.

বিজ্ঞ/৭৫/২২

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নাতাশা কৈলু ▯ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, পথ-প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়ার গির্জা, পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে ৭৫ জন শিশু, ৩ জন ফাদার, ৭ জন সিস্টার ও ১২ জন শিশু এনিমেটরসহ মোট ৯৭ জন অংশগ্রহণ করে। মূলসুর ছিল, "শিশুরা মিলনে, অংশগহণে ও প্রেরণ কাজে আনন্দিত"। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের শিশু কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ এবং তাকে সহযোগিতা করেন পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট বি রোজারিও, সিএসসি ও সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন গাব্রিয়েল নকরেক সিএসসি। খ্রিস্টযাগ শেষে শিশুরা ব্যানার হাতে আনন্দ সহকারে র‍্যালি করে। এরপর টিফিন ও পাল-পুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট বি রোজারিও সিএসসি-এর শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন। তারপর মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ এবং শিশুদের প্রতি যিশুর ভালোবাসা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে সহভাগিতা করেন মিসেস লিনা গোমেজ। এরপর শিশুরা বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে, দুপুরে একসাথে আহারের পর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে শিশুরা দিনটিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। পরিশেষে, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন গাব্রিয়েল নকরেক সিএসসি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

গোল্লা ধর্মপল্লীতে প্রায়শ্চিত্তকালীন যুব সেমিনার

সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনের আয়োজনে ১১ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী, গোল্লা "ফিরে এসো ক্রুশের কাছে" মূলসুরের উপর ভিত্তি করে প্রায়শ্চিত্তকালীন একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শুরুতে যুব কমিশনের সেক্রেটারী সিস্টার আন্না মারীয়া, এসএমআরএ প্রার্থনা করেন। এরপর গোল্লা ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার অমল ডি' ক্রুজ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সারাদিনের কর্মসূচির সফলতা কামনা করেন। এরপর যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল, সেমিনারের মূলসুর "ফিরে এসো ক্রুশের কাছে" এর উপর তার সহভাগিতা তুলে ধরেন। তিনি প্রথমেই Worthy is the Lamb যিশুর যাতনাভোগের ভিডিও দেখান। তিনি বলেন তপস্যায় সাড়া দানের মাধ্যমে জীবন নবায়িত হয়। এরপর ক্রুশের পথ ও পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত অনুষ্ঠিত হয় এতে যুবক-যুবতীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এরপর খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার রনাল্ড কস্তা এবং সহার্পিত যাজক বিশ্বজিৎ বর্মন। খ্রিস্টযাগের পর সহকারী পালপুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষ করে যারা সেমিনারে সার্বিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন তাদেরকে। এ সেমিনারে ৬ জন যাজক ৮ জন সিস্টার, ৬ এনিমেটর ১৯৬ জন যুবক-যুবতীসহ সর্বমোট ২১৬ জন অংশগ্রহণ করে। দুপুরের আহার গ্রহণের মাধ্যমে সেমিনার শেষ হয়॥

রাজশাহী হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ-এর প্রথম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

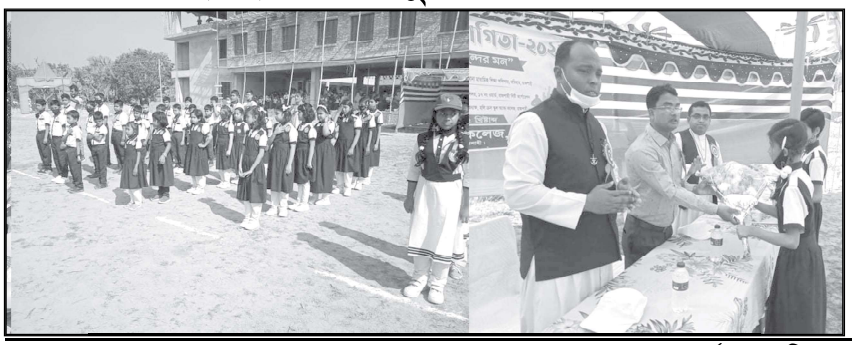

হলি ক্রস স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ ▯ ১০ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, মহাড়ম্বরে হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী স্থাপিত হবার পর নার্সারি, কেজি, প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ শ্রেণি'র ২০২২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নিয়ে ৪৫টি ইভেন্টে প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বসাকুল্যে মোট ১০৫ টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। যা প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্নে এবং প্রথম শিক্ষাবর্ষের

ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে স্মৃতির পাতায়। এতে অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু'র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, মতিহার, রাজশাহী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহাদাত আলী শাহু, কাউন্সিলর ১৭ নং ওয়ার্ড, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে এ নতুন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করে তার অফিসের পক্ষ হতে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়॥

পবিত্র পরিত্রাতার ধর্মপল্লী, বানিয়ারচরে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার ▯ গত ১৭ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ বৃহস্পতিবার পবিত্র পরিত্রাতা ধর্মপল্লী, বানিয়ারচরে ১৩০ জন শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে প্রবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। শুরুতে শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ। মূলভাব হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছিল, "সিনডীয় মণ্ডলীতে শিশুরা: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব"। খ্রিস্টযাগের পর ব্যানার নিয়ে র‍্যালী বের করা হয়। টিফিন প্রদানের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী নৃত্য, ঢাকা থেকে আগত দুজন সিস্টারদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান এবং মূলভাব এর উপর ক্লাস দেন ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাণবন্ত ভাবে শিশুদের উপযোগী করে বিষয়টিকে শিশুদের কাছে উপস্থাপনা করেন। অঃতপর বাইবেল কুইজ, খেলাধূলা, বিনোদন অনুষ্ঠান, দুপুরের আহার, পুরস্কার বিতরণী আনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সমাপ্তি হয়। শিশুদের উপযোগী করে এই দিনটি অত্যন্ত আনন্দের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়॥

পাবনায় কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

অসীম ক্রুশ ▯"কারিতাস বাংলাদেশ: ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা"– এ মূলসুর ঘিরে কারিতাস বাংলাদেশ গতকাল

পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার সেন্ট রীটাস্ হাইস্কুলের হল রুমে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সৈকত ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার চাটমোহর উপজেলা এবং গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার শিশির গ্রেগরী, পালপুরোহিত, মথুরাপুর ধর্মপল্লী, মো. শাহ আলম, চেয়ারম্যান মথুরাপুর ইউপি, চাটমোহর; মো. আবুল কাশেম সভাপতি, মথুরাপুর প্রবীণ ইউনিয়ন ফোরাম; মো. রব্বান আলী সভাপতি, কারিতাস-সার্বিক মানব উন্নয়ন সংগঠন, চাটমোহর; সিস্টার মনিকা এসএমআরএ, প্রধান শিক্ষক, সেন্ট রীটাস্ হাইস্কুল, মথুরাপুর ধর্মপল্লী; উপজেলার চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও যাজক, সিস্টার; কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন মিত্র, কারিতাসের সহযোগী সমিতির সদস্য-সদস্যা ও জনসংগঠনের নেতৃবৃন্দ, মিডিয়া প্রতিনিধিসহ পাঁচ শতাধিক মানুষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ। কারিতাস বাংলাদেশ- ভালবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথচলা বিগত ৫০ বছরের ঐতিহাসিক, স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য অর্জন সহভাগিতা, কারিতাসের কার্যক্রমের উপর জীবনসাক্ষ্য প্রদান অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি মো. সৈকত হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কারিতাসের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, কৃষি, আদিবাসীদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ খাদ্য ইত্যাদি খাত নিয়ে কথা বলেন। অনুষ্ঠানের গেস্ট অব অনার বিশপ জের্ভাস রোজারিও কারিতাস বাংলাদেশ দুঃস্থ, নিপীড়িত, অবহেলিত, নির্যাতিত, বিধবা, শিশু, এসব উন্নয়নের কথা বলেন এবং পোপ মহোদয়ের 'লাউদাতো সি' পত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন, সবুজায়নের জন্য আরও বেশী বেশী বৃক্ষ রোপন করা দরকার এবং ভালবাসাপূর্ণ সেবাকাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি সেবাষ্টিয়ান রোজারিও কারিতাসের সেবা কাজ নিয়ে এবং তাদের বর্তমান বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ফাদার শিশির গ্রেগরী এবং কারিতাসের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন॥

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ ▯ বিগত ০৮ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে সিবিসিবি সেন্টারে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী: খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের আওতাধীন নারী বিষয়ক দপ্তর আন্তর্জাতিক নারী দিবস করে। দিনটিকে কেন্দ্র করে প্রথমেই ছিল একটি বরণ নৃত্য এবং এর পর মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয় প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে দিনটি উদ্বোধন করেন। অতঃপর সবাই বেলুন হাতে র‍্যালী করে, সভাকক্ষে প্রবেশ করেন এবং প্রারম্ভিক প্রার্থনার মাধ্যমে এই সুন্দর দিনটির জন্য পরম

পিতার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সেই সাথে দিনটির জন্য শুভ কামনাও করা হয়।
খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের সভাপতি মহামান্য বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সিলেট ধর্মপ্রদেশ, তার বাণীর মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি উদ্‌যাপন করতে সকল ধর্মপ্রদেশ, বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং সংঘ-সমিতিগুলিকে অনুপ্রাণীত করেন এবং সবাইকে একত্রে কাজ করতে বলেন এই দিনটির সমূলভাব ঃ "আজকের জেন্ডার সমতা আগামী দিনের টেকসই উন্নয়ন" এবং এই বিষয়টির উপর সহভাগিতা রাখেন প্রধান বক্তা মিজ সেলিনা আহমেদ যিনি নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষভাবে কাজ করেন। তিনি বলেন আমরা নারীরা সবাই যার যার সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করে যাবো।
কমিশনের সেক্রেটারী থিওফিল নকরেকও সকল নারীদেরকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান তার সুন্দর সহভাগিতার মাধ্যমে। ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ, সিএসসি 'সৃষ্টির যত্নে নারীর ভূমিকা ও অবদান' এই বিষয়ের উপর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই তিনি একটি শ্লোগান এর কথা বলেন, "নারী দিবস দিচ্ছে ডাক, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষা পাক।" অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে দিবসটির আরম্ভ থেকেই মহামান্য কার্ডিনাল পেট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং শেষে তিনি সকল নারীদের মঙ্গল কামনা করে এক বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তার সহভাগিতায়ও নারী-পুরুষের সমতার কথা বলেন।
উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে মোট ৬৬ জন ভক্ত-জনগণ উপস্থিত ছিলেন॥

বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সেমিনার- ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার ⊡ "একটি মিলন ধর্মী সমাজ: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে গত ১৪ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে প্রত্যেক মণ্ডলীর ও বিভিন্ন ধর্মের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি, পালক, সম্পাদকদের নিয়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সেমিনার এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ। শুরুতেই প্রত্যেক ধর্মের প্রবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ ও প্রার্থনা করা হয়। ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ এর স্বাগত বক্তব্য এর মধ্যদিয়ে এই সেমিনারের আলোচনা শুরু হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে সেমিনারে প্রত্যেক ধর্ম থেকে একজন করে বক্তা "মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব" এই বিষয় বস্তুর উপর নিজ ধর্মের আলোকে আলোচনা করেন। সেমিনারে যারা বক্তা ছিলেন- সনাতন ধর্ম থেকে- বাবু ধীরেন্দ্রনাথ বারুরী, ইসলাম ধর্ম থেকে-মো. লিটন শেখ সঙ্গত কারণে অনুপস্থিত, খ্রিস্ট ধর্ম থেকে- রেভা: ফিলিপ বিশ্বাস, পুরোহিত, চার্চ অব বাংলাদেশ এবং প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন- মি. যোয়াকিম মান্না বালা, সমন্বয়কারী, সংলাপ কমিশন, বরিশাল ডাইওসিস। তিনি সেমিনারে মূলসুর এর উপর তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অতঃপর উন্মুক্ত আলোচনা, মূল্যায়ণ এবং ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার এর সমাপণী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে এই সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

পাটাজাগির রাজবাড়ীতে শিশু মেলা উদ্‌যাপন

সিলভেষ্টার হাসদা ⊡ গত ১১ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর অন্তর্গত পাটাজাগির সাব-সেন্টারের রাজবাড়ী গ্রামে শিশু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিশু ও এনিমেটরসহ মোট ১২০ জন অংশগ্রহণ করে। শুরুতে সিস্টার রেজিনা কুজুর পিমে ও সিস্টার পুষ্প তেরেজা পিমে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষাদান ও নাচ গানের মধ্যদিয়ে মাতিয়ে রাখেন। তারপর শিশুদের নিয়ে ভাবগাম্ভীর্য সহকারে ক্রুশের পথ অনুষ্ঠিত হয়। ক্রুশের পথ শেষে টিফিন প্রদান করা হয়। অতঃপর খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু। "মা মারীয়া ও শিশু যিশু" এই মূলসুরের উপর তিনি উপদেশ বাণী প্রদান করেন। সেই সাথে তিনি শিশুদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে দুপুরের পরিবেশন করা হয়। শেষে লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এরই মধ্যদিয়ে শিশু মেলা সমাপ্ত করা হয়॥

মিল্টন রোজারিও রচিত "সাতাশ রঙের গল্প" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

মিনু গরেট্টি কোড়াইয়া ⊡ ১৪ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম এর আয়োজনে তেজগাঁও মাদার তেরেজা ভবন এ মিল্টন রোজারিও-র "সাতাশ রঙের গল্প" বইটির মোড়ক উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন সভাপতি খোকন কোড়াইয়া, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম, প্রধান অতিথি অবসরপ্রাপ্ত সহকারী বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, বিশেষ অতিথিবৃন্দ ছিলেন ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু পরিচালক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ড.আলো ডি'রোজারিও, প্রেসিডেন্ট কারিতাস এশিয়া ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ, উইলিয়াম অতুল কুলুন্তুনু, বিশিষ্ট লেখক ও গীতিকার, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, এন্ড্রু কেনেথ রোজারিও, এডিশনাল এসপি, বাংলাদেশ পুলিশ, অমৃত বাড়ৈ, বিশিষ্ট লেখক ও প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, সুনীল পেরেরা, নাট্যকার ও গল্পকার। আরও উপস্থিত লেখক ফোরামের ভাইস- প্রেসিডেন্ট দিপালী গমেজ, অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের লেখক-পাঠকসহ মিল্টন রোজারিওর পরিবারের সদস্যগণ। বইটি এবারের একুশে বইমেলায় 'স্বদেশ শৈলী' ১১০ নং স্টলেও পাঠকদের জন্য প্রদর্শিত ও বিক্রি হয়েছে॥

প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, মিরপুরে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ▯ গত ১৩ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, মিরপুর ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫:৩০ মিনিটে গির্জায় পবিত্র আরাধ্য সংস্কারের আরাধনা করা হয়। এরপর গির্জা থেকে খ্রিস্টপ্রসাদে উপস্থিত যিশুকে নিয়ে ধর্মপল্লীর ভিতরে শোভাযাত্রা করা হয়। শোভাযাত্রায় রুটি আকারে যিশুকে বহন করেন ফাদার ছনি মার্টিন রড্রিক্স। খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় ধর্মপল্লীর অনেকে উপস্থিতি ছিলেন। শোভাযাত্রায় ক্রুশ, মোমবাতি হাতে সেবক, ছেলেমেয়েরা, খ্রিস্টভক্ত, মারীয়া সেনা সংঘের ভগ্নিগণ, আরতি ও ফুলের ডালি হাতে ছেলেমেয়েরা, সাক্রামেন্ত বহনকারী যাজক, অন্যান যাজকবৃন্দ এবং শেষে পুরুষগণ একত্রিত হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা করেন। শোভাযাত্রায় রোজারিমালা প্রার্থনা পরিচালনা করেন ধর্মপল্লীর মারীয়া সেনা সংঘের ভগ্নিগণ। শোভাযাত্রার পর খ্রিস্টযাগে ফাদার ছনি খ্রিস্টপ্রসাদে উপস্থিত স্বয়ং খ্রিস্টরাজাকে নিয়ে সহভাগিতা করেন॥

Reg. No. 1209/1970

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শনিবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫ সোসাইটির ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা করোনা মোকাবেলায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ডমিনিক রঞ্জন গমেজ

সেক্রেটারী

বিজ্ঞ/৭৭/২২

পরম পিতার স্নেহাশ্রয়ে চারটি বছর

(স্মৃতির পাতায় ঊনত্রিশ)

প্রয়াত সানি প্লাসিড পালমা
আগমন : ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ২৯ জানুয়ারি যৌথ পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ হয়ে এ ধরায় তোমার পদার্পণ। সবার কাছেই নানা ধরণের আবদার ছিল তোমার, ছিল এক আন্তরিক সম্পর্ক। কেউ যেন তোমার কথা তুচ্ছ করতে পারতো না, কি যেন এক মোহময় আকর্ষণ ছিল তোমার। সবাইকে তুমি ভালোবাসতে খুব আপন করেই। অভাবী, দরিদ্র কাউকে দেখলে তুমি কেন জানি নিজেকে ভুলে উজার করে সব বিলিয়ে দিতে। তাইতো সবার ভালোবাসায় তুমি বেড়ে উঠেছিলে। আজ সেই জন্যেই তোমার স্মৃতি আমাদেরকে প্রতিনিয়ত কাঁদায়। কিছুতেই যেন ভুলতে পারছিনা। তাই তোমাকে নিয়েই সর্বদা ভাবি, চিন্তা করি, ধ্যান করি। আমরা সবাইতো আছি। দাদা ও ঠাকুর সাথে অভিমান করে তুমিও চলে গেলে কেন? তবে আমাদের একান্ত বিশ্বাস তুমি পরম পিতার স্নেহাশ্রয়ে শান্তিতে আছো। স্বর্গ থেকে আশিস বর্ষণ করো যেন আমরা তোমার মত ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে সবাইকে আপন করে ভালোবাসতে পারি বিশেষ করে যারা অবহেলিত, বঞ্চিত তাদেরকে।

ঊনত্রিশে জানুয়ারি এ পৃথিবীতে তোমার আগমন,
আটাশের সমাপ্তিতে করেছিলে ঊনত্রিশে সবে পদার্পণ।
এ পৃথিবীর স্নেহ ভালোবাসা উপেক্ষা করে ঊনত্রিশে মার্চ জীবন তোমার সমাপন ॥
তোমার আগমনে কেঁদেছিলে তুমি, আনন্দে মেতেছিল সারা ভুবন,
তোমার মৃত্যুতে শোকাহত, মর্মাহত আমরা, পরম শান্তিতে তুমি করছো স্বর্গে অবস্থান।
তোমার মতো সাধনার হোক আমাদের সবার জীবন ॥

তোমারই শোকাহত আমরা –
দিলিপ-কনিকা (বাবা ও মা), সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ (দিদি), শুভ্রা (স্ত্রী), যোনাথন, জেইভান জিয়ানা, ড্যানিয়েলা, ইথান, ন্যাথান, জোভানা, এথেনা, ভিয়ান, ডিলেন, জয়েস, টনি, লিমা-ডেভিড, মার্টিন-লিজ, জনি-জ্যোতি, মার্ভিন, ববি, ঝুমা-ফেবিয়ান, শেলী-নূপুর, সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ, কানন-ষ্টিফেন, মনিকা-অনিল, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ ও সুব্রত-রেনু ।

বিজ্ঞ/৭৪/২০২২

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ ষড়ঋতুর সোনালী দিনগুলি
- ❒ সল্‌তে
- ❒ স্মরণ স্মৃতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান (বিবিধ ছাড়া) শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 12
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১২
Regd. No. DA-33
❖ 27 March - 2 April, 2022, ১৩ - ১৯ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	→ বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org